সিন্ধু-গৌরব

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীউৎপলেন্দু সেন

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তৃতীয় সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
এক টাকা চারি আনা

—রঙমহলে অভিনীত—
প্রথম অভিনয়-রজনী
২৫শে জুন, ১৯৩১

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮।৪এ বিডন রো, কলিকাতা।

মীরা

আমার এই বইখানির সঙ্গে তোর সেই রাঙা মুখখানির স্মৃতিটুকু জড়িয়ে রাখতে চাই। অথচ তুই আজ জীবনের পরপারে,—আমাদের হাতের নাগালের বাইরে। কোথাও কিছু সেখানে আছে কিনা জানি না। তাই আজ আমার ব্যথিত অন্তঃকরণ পরপারের সে কোন্ অনির্দ্দেশ্য অন্ধকারের মাঝে তোরই সন্ধানে মাথা ঠুকে সান্ত্বনা খুঁজ্ছে। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব যদি কোথাও কিছু থাকে ত' তোর স্নেহময় পিতার এই অকিঞ্চিৎকর দানটুকু তোর কাছে পৌঁছে দেবার ভার আমি তাঁরই হাতে অর্পণ করলাম—যিনি আমার বুক থেকে অতি নিষ্ঠুরভাবে তোকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন।

তোর বাবা

নিবেদন

"সিন্ধু-গৌরব" তৃতীয় সংস্করণ আমার কাছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য ব'লে মনে হচ্ছে। পুলিশ কমিশনার বাহাদুরের আদেশে যখন সম্পূর্ণ পঞ্চম অঙ্ক এবং অন্যান্য বহুস্থানে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হই তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে এ নাটকের তৃতীয় সংস্করণ বের হবে। বাঙ্গলার নাট্যামোদীগণ যে কত ভাল—কত ক্ষমাশীল, তা আমি যতটা প্রাণে প্রাণে বুঝছি—ততটা বোঝবার সৌভাগ্য অন্য কোন নাট্যকারের হ'য়েছে কিনা জানি না। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম অঙ্ক পড়বার সময় আমার নিজেরই লজ্জা বোধ হ'ত। কিন্তু এই নাটকের কোন ভবিষ্যৎ নেই ভেবে, পঞ্চম অঙ্ক নূতন ক'রে লেখবার কোন চেষ্টা করি নাই। কিন্তু এখন মনে হ'চ্ছে—উপেক্ষা না করাই উচিৎ ছিল। এবার পঞ্চম অঙ্ক নূতন করে লিখলাম। আমার মনে হয়, এবার নাটকখানি নাট্যা-মোদীদের হাতে তুলে দেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। খুব তাড়াতাড়ি ছাপবার জন্য কিছু কিছু ত্রুটী র'য়ে গেল—আশা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

বিনীত—

শ্রীউৎপলেন্দু সেন

—পরিচয়-

পুরুষ

দাহির	...	...	সিন্ধুদেশের রাজা
শেষাকর	...	...	ঐ সেনাপতি
অম্বর	...	...	ঐ আশ্রিত
রঙ্গলাল	...	...	দস্যু-দলপতি
রঞ্জন	...	...	ঐ পালিত পু
শোভনলাল	...	...	রঙ্গলালের পার্শ্বচর
লছমীপ্রসাদ বীরভদ্র রণরাও চন্দ্রসেন কেতনলাল			সিন্ধুর প্রজাগণ
কাশিম	...	...	খালিফের ভ্রাতুষ্পুত্র
ইব্রাহিম	...	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ

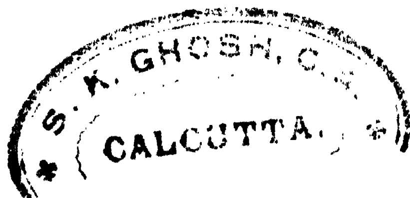
দস্যুগণ, প্রজাগণ, সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

অরুণা	...	...	দাহিরের কন্যা
সুমিত্রা চিত্রা	...	...	সিংহলের সুন্দরীদ্বয়

নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ, সখীগণ ইত্যাদি।

পরিচালক	···	দি রঙমহল লিমিটেড
প্রযোজক	··	শ্রীসতু সেন
সুরশিল্পী	···	শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দে
মঞ্চাধ্যক্ষ	···	শ্রীপূর্ণ চন্দ্র দে (এমেচার)
মঞ্চ-শিল্পী	··	শ্রীসুনীল দত্ত
নৃত্য-শিক্ষক	···	শ্রীঅনাদি মুখোপাধ্যায়
হারমোনিয়াম-বাদক	···	শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য
বংশী-বাদক	···	শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ
সঙ্গতি	···	শ্রীহরিপদ দাস
স্মারকদ্বয়	···	শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ
		শ্রীননীগোপাল দে (এমেচার)
মঞ্চ-সজ্জাকর	···	শ্রীভূতনাথ দাস
আলোক-শিল্পী	···	শ্রীবিভূতি ভূষণ রায়
		শ্রীকালিপদ ভট্টাচার্য্য
		শ্রীনগেন্দ্র নাথ দে



প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

রঙ্গলাল	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
রঞ্জন	...	শ্রীরবি রায়
অম্বর	...	শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দে
দাহির	...	শ্রীপ্রফুল্ল দাস
শেষাকর	...	শ্রীমণীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কাশিম	...	শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য—পরে শ্রীযুগল দত্ত
ইব্রাহিম	...	শ্রীধীরেন পাত্র
শোভনলাল	...	শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (এমেচার)
লছমীপ্রসাদ	...	শ্রীকুসুম গোস্বামী
বীরভদ্র	...	শ্রীবিজয় মজুমদার
রণরাও	...	শ্রীধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এমেচার)
কেতনলাল	...	শ্রীগোষ্ঠ ঘোষাল
অরুণা	...	শ্রীমতী সরযুবালা
সুমিত্রা	...	শ্রীমতী চারুবালা
চিত্রা	...	শ্রীমতী কমলাবালা
সখীগণ	...	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, শ্রীমতী কমলাবালা, শ্রীমতী সূর্য্যমুখী, শ্রীমতী প্রফুল্লবালা, শ্রীমতী মহামায়া, শ্রীমতী ভানুবালা, শ্রীমতী আশালতা, শ্রীমতী সুনীলাবালা, শ্রীমতী সুশীলা, শ্রীমতী ফিরোজা, শ্রীমতী আনন্দময়ী, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী, শ্রীমতী পূর্ণিমা, শ্রীমতী আন্নারাণী, শ্রীমতী নির্ম্মলা।

সিন্ধু-গৌরব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিন্ধুর উপকুল। একখানি অর্ণবপোত, তীরে অবতরণ করিবার জন্য একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিঁড়ি। দূরে দুইজন প্রহরী সশস্ত্র পাহারায় নিযুক্ত। অন্ধকার রাত্রি—দুর্য্যোগঘন।

[তরণীর কক্ষ হইতে সুমিত্রা ও চিত্রার প্রবেশ]

সুমিত্রা। উপযুক্ত অবসর এই—
এস মোরা দুইজন যাই পলাইয়া।

চিত্রা। [রক্ষীদের দেখাইয়া]
পালাবার নাহিক উপায়।

[দুইজন দস্যু ধীরে-ধীরে প্রবেশ করিল। দূর হইতে প্রহরীদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল। প্রহরীদ্বয় আহত হইয়া ভুমিতলে পড়িয়া গেল। ভেরী বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল।]

সুমিত্রা। দস্যুদল আক্রমণ করিয়াছে
মোদের তরণী।
ব্যস্ত সবে আত্মরক্ষা হেতু।

কেহ নাই রোধিবারে গতি আমাদের,
শীঘ্র এস পশ্চাতে আমার।

[দুইজনই তরণী হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত পলাইল। রঞ্জন তরণীর একটি রজ্জু বাহিয়া তরণীর ছাদের উপর উঠিয়া ভেরী নিনাদ করিল—দূরে আর একটি ভেরী বাজিল। পরমুহূর্ত্তে সশস্ত্র রঙ্গলাল প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া রঞ্জন রঙ্গলালের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।]

রঞ্জন। পিতা—
যুদ্ধ জয় হয়েছে মোদের।
পলায়িত শত্রু সেনা সবে
নিশীথের ঘন অন্ধকারে।

রঙ্গলাল। আশ্চর্য্য হইনু বৎস বীরত্বে তোমার।
এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে ডরে নর
ঘরের বাহির হ'তে।
ভেবেছিনু ঊষারম্ভে আক্রমণ করিব তরণী ;
কিন্তু তুমি নিষেধ না মানিয়া আমার
এই রাত্রিকালে—এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে
অনায়াসে বিধ্বস্ত করিলে
ওই শত্রু-সেনা দলে।
এতদিনে বুঝিলাম,
শিক্ষা মোর হয়নি নিস্ফল।

রঞ্জন। পিতা—
আগে ভাবিতাম
কেমনে মানুষ হাসি-মুখে

মানুষের বুকে তীক্ষ্ণধার তরবারি
আমূল বিঁধায়ে দেয় ?
কিন্তু যুদ্ধে এ কি উন্মাদনা পিতা !
সূচীভেদ্য ঘন অন্ধকারে
শত্রু-সৈন্য যবে উঠিল গর্জ্জিয়া—
অস্ত্রের ঝনঝনা যবে
নিশীথের নিস্তব্ধতা দিল ভেদ করি,—
উষ্ণ রক্তস্রোত
শিরায় শিরায় মোর হ'লো প্রবাহিত।
মনে হ'লো মোর—
ক্ষত্রিয়-সন্তান আমি,
যশ, মান, বীর্য্য সবি
কোষবদ্ধ অসি মাঝে আছে লুক্কায়িত।
দৃঢ়-করে উন্মুক্ত করিয়া অসি
ঝাঁপ দিনু শত্রু-সৈন্য মাঝে।
তারপর কি করেছি কিছু নাহি জানি।

রঙ্গলাল। হও দীর্ঘজীবী—
পিতৃ-পুরুষের নাম করহ উজ্জ্বল !

রঞ্জন। সে সকলি তব আশীর্ব্বাদ।
কতবার নিবেদন করেছি চরণে
সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে যুদ্ধে তব সনে।
তুমি শুধু কহিতে আমারে—

এখনো বালক আমি
পারিব না যুদ্ধ করিবারে।
এইবার স্বচক্ষে দেখিলে পিতা—
পারি কি না পারি।
কিন্তু পিতা—
আর না থাকিব আমি
অশিক্ষিত নিরক্ষর সেনাগণ সাথে।
এতদিন ধরি শুনিয়াছি তোমার নিকট,
রাজা তুমি,
আছে তব অগণিত রাজভক্ত প্রজা।
তুমি যদি রাজা—
তবে আমিই তো সে রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর।
আর কতদিন পিতা রাখিবে আঁধারে—
কহ মোরে, কবে নিয়ে যাবে
রাজধানী মাঝে ?

রঙ্গলাল। যেতে দাও আরও কিছুদিন।

রঞ্জন। আরও কিছুদিন !
না না পিতা,
আমারও কি নাহি সাধ হয়
দেখিবারে মোর রাজ্য, মোর প্রজাগণে ?
শোন পিতা—
কল্পনায় কতদিন আমি যেন গেছি

ওই রাজধানী মাঝে ;
প্রজাগণ সবে দেখিয়া আমারে,
"জয় যুবরাজ জয় যুবরাজ" বলি উচ্চৈঃস্বরে
সম্বর্দ্ধনা করিছে আমায়।
মোর যতখানি সুখ—
দুঃখী প্রজা মাঝে যেন দিছি বিলাইয়া।
তাহাদের সব দুঃখ যেন নিছি টানি
মোর বক্ষোমাঝে।
যেন—

সুমিত্রা। [নেপথ্যে] রক্ষা কর—রক্ষা কর—

রঞ্জন। এ কি ! রমণীর আর্ত্তনাদ !
কোথা হ'তে—কোন্ দিকে—

[একটি পতিত ভল্ল কুড়াইয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থানোদ্যত]

রঙ্গলাল। [বাধা দিয়া]
কোথা যাও ?

রঞ্জন। ক্ষত্রিয়-সন্তান আমি—
শুনি এই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ,
নিশ্চিন্তে দাঁড়ায়ে রব' ?
বারণ করো না মোরে !

[দ্রুত প্রস্থান]

রঙ্গলাল। নিশ্চয়ই কোন এক সহচর মোর
আক্রমণ করিয়াছে ওই রমণীরে।
করেছি বিষম ভ্রম—

সঙ্গে করি আনি রঞ্জনেরে।
সর্ব্ব সুলক্ষণ-যুক্ত দেখিয়া বালকে
সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছি আমি।
অবোধ বালক—
নাহি জানে তার সত্য পরিচয়।
তীব্র বহ্নিশিখা সম—
উচ্চ আশা প্রজ্জ্বলিত হৃদয়-কন্দরে।
জানে আমি তার পিতা,
জানে আমি রাজা—নিজে রাজপুত্র।
কতবার মনে মনে করিয়াছি স্থির
শুনাইব তারে তার সত্য পরিচয়।
কিন্তু ভয় হয়—
শুনে তার সত্য জন্ম কথা,
আমারে তেয়াগি যদি যায় পলাইয়া!
হায়রে অবোধ মন।
পর-পুত্র লাগি—
এত মায়া এত আকিঞ্চন!

[শোভনলালের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রঞ্জনের প্রবেশ]

রঞ্জন। [রঙ্গলালের প্রতি]
পিতা—
তোমার সৈনিক হেন কাপুরুষ—
রমণীর 'পরে করে অত্যাচার।

দেহ অনুমতি—
উপযুক্ত শাস্তি দিই অধম বর্ব্বরে !

রঙ্গলাল। কি কর রঞ্জন,
ছেড়ে দাও এরে !

রঞ্জন। ছেড়ে দিব !
কি কহিছ পিতা ?
নাহি জান কিবা গুরু অপরাধে
অপরাধী এই নরাধম।
কুসুম-কোরক সম,
শুভ্র এক বালিকার পূত অঙ্গে
পাপ-লালসায় করিয়াছে হস্তক্ষেপ—
এ হেন বর্ব্বর এই।
জগতেব সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপে
অপরাধী যেই নরাধম—
তার তুমি বল ক্ষমা করিবারে ?
না না পিতা পারিব না ক্ষমিতে ইহারে।

শোভন। হে কুমার !
শুনিতে কি পারি আমি—
কোন্ অধিকারে চাহ করিবারে বিচার আমার ?

রঞ্জন। মানুষ—এই অধিকারে !
এ রাজ্যের ভাবী অধিপতি—
এই অধিকারে।

শোভন। শুনিতে কি পারি, কোন্ সে রাজত্ব
যার ভাবী অধিশ্বর তুমি—
কিবা নাম তার ?

রঙ্গলাল। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও !
কি কহিছ তুমি ?
বালকের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কি হয়েছ উন্মাদ ?

শোভন। না সর্দ্দার ;
শুনিব না কোন কথা।
তব মুখ চাহি, এতদিন ধরি
এই বালকের সহিয়াছি বহু অত্যাচার।
কিন্তু আর না সহিব।
রাজপুত্র—রাজপুত্র !
সম্মুখে দাঁড়ায়ে জনক তোমার,
জিজ্ঞাস তাহারে—
কোন্ রাজত্বের ভাবী অধীশ্বর তুমি !

রঙ্গলাল। সাবধান—এখনও নিরস্ত হও।

শোভন। সর্দ্দার !
সামান্য বালক তরে নাহি কর বাদ-বিসম্বাদ
আমা সম অনুরক্ত অনুচর সনে।
দস্যুর তনয় ;
এ হেন স্পর্দ্ধার বাণী তার মুখে
সহ্য নাহি হয়।

রঞ্জন। দস্যুর তনয়! পিতা!

রঙ্গলাল! বৎস!

রঞ্জন। একি সত্য!

রঙ্গলাল। কি পুত্র!

রঞ্জন। তুমি দস্যু?

রঙ্গলাল। হাঁ—দস্যু।

রঞ্জন। নহ তুমি রাজা?

রঙ্গলাল। বীরত্বের লীলাভূমি এই বসুন্ধরা।
বাহুবলে বলীয়ান্
বীর্য্যবান্ যেবা,
সে-ই রাজা।—

রঞ্জন। ছলনা কোরো না মোরে,
কহ সত্য—
নহ তুমি রাজা?

রঙ্গলাল। নহি রাজা।

রঞ্জন। দস্যুবৃত্তি জীবিকা তোমার?

রঙ্গলাল। হাঁ—দস্যু আমি,
দস্যুবৃত্তি জীবিকা আমার।

রঞ্জন। এতক্ষণে বুঝিলাম,
কেন তুমি রাখিয়াছ মোরে
জনহীন পার্ব্বত্য প্রদেশে,
কেন তুমি মিশিবারে নাহি দাও মোরে

উদ্বেগ বিহীন শান্ত নরনারী সনে,
সংসারের অবিচ্ছিন্ন সুখ শান্তি হ'তে
কেন তুমি রাখিয়াছ দূরে সরাইয়া ;
এতদিনে বুঝিলাম সব।

রঙ্গলাল। অধীর হয়ো না পুত্র।

রঞ্জন। অধীর !
জান না কি পিতা কি হয়েছে মোর ?
এই পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরি যেই উচ্চ আশা
নীরবে নিভৃতে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
সাগ্নিকের অগ্নিশিখা সম
অতি যত্নে রেখেছিনু প্রজ্জ্বলিত করি,
আজি অকস্মাৎ প্রলয়ের বিকট হুঙ্কারে
আবাল্যের সাধনা কামনা মোর
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাসে
অন্তহীন গাঢ় অন্ধকারে গেল মিশাইয়া।
পিতা—পিতা,
এতদিন কেন তুমি দাও নাই মোরে
মোর সত্য পরিচয় ?

রঙ্গলাল। স্থির হও—পশ্চাতে কহিব
কি কারণে করেছি গোপন।

রঞ্জন। কারণ—কারণ।

কি কারণ দেখাবে আমারে ?
কেন তুমি এতদিন ধরি
উজ্জ্বল মধুর চিত্র ধরিয়াছ সম্মুখে আমার ?
কেন তুমি ত্যাগের মহান্ মন্ত্রে
দীক্ষা দিয়েছিলে ?
জান যবে সবি মিথ্যা—
তবে কেন আদর্শ রাজ্যের ছবি ধরিয়া সম্মুখে,
উন্মাদ করিয়া দিলে দস্যু পুত্রে তব ?
কেন তুমি শিখালে না মোরে—
হিংস্র শার্দ্দূলের সম তীক্ষ্ণ-নখাঘাতে
বিদীর্ণ করিয়া বক্ষ
উষ্ণ রক্তপান—চিরধর্ম্ম মানবের।
কেন তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝালে না মোরে—
স্নেহ, মায়া, ভালবাসা নাহি এ সংসারে ;
আছে শুধু—
নৃশংসতা, অবিচার, স্বার্থের প্রসার ?

রঙ্গলাল। বৎস !
বুঝিয়াছি আজিকার এই পরিচয়
শেল সম বিঁধিয়াছে
কোমল হৃদয়ে তব।
সত্য, দস্যু বটে আমি
তবু তোর পিতা ;

পিতা হয়ে মাগিতেছি ক্ষমা তোর কাছে
কর ক্ষমা—
ভুলে যাও সব অপরাধ।

রঞ্জন। পিতা!
ধরি পায়—ক্ষমা কর অবোধ সন্তানে।
কহিয়াছি অতি রূঢ় বাণী ;
কিন্তু মুহূর্ত্তেক না রহিব হেথা।
প্রতি পলে শ্বাসরুদ্ধ হইতেছে মোর।
চল পিতা চলে যাই—
যেথা দুই চক্ষু নিয়ে যায়।
ভিক্ষা করি খাওয়াইব তোমা,
কিন্তু তার পূর্ব্বে
শপথ করহ তুমি স্পর্শ করি মস্তক আমার
কভু না মিশিবে আর
নরাধম দস্যুদের সনে।

রঙ্গলাল। করিলাম পণ,
আজি হতে—

শোভন। সর্দ্দার! সর্দ্দার!
উন্মাদ হয়েছ তুমি।
পথ হ'তে কুড়ায়ে আনিয়ে
পালন করেছ যারে।

তার তরে হেন অধীরতা
সাজে না তোমার।

রঞ্জন। কি—কি—কি কহিলে তুমি ?

শোভন। কহি সত্য—
পুত্র তুমি নহ সর্দ্দারের।
পথ হ'তে কুড়ায়ে আনিয়া
পুত্র সম করেছে পালন।

রঙ্গলাল। রঞ্জন ! রঞ্জন !
চল ত্বরা
এই স্থান ত্যজি—

রঞ্জন। একি শুনি !
নহ—তুমি, নহ তুমি—পিতা মোর ?

রঙ্গলাল। [স্খলিত স্বরে] আমি—আমি তব পিতা।
বিশ্বাস কোরো না পুত্র মিথ্যা বাক্যে এর।

রঞ্জন। তব স্বর, প্রতি ভঙ্গী তব
উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে মোরে
নহে ইহা মিথ্যা কথা।
বিন্দু মাত্র দয়া যদি থাকে তব হৃদে
কোরো না ছলনা পিতা—
ধরি পায়—
উন্মাদ কোরো না মোরে।

রঙ্গলাল। সত্য, পিতা নহি তোর ;
তবু এতদিন পুত্রের অধিক স্নেহে
পালিয়াছি তোরে।

রঞ্জন। শীঘ্র কহ তবে
কেবা মোর পিতা !

রঙ্গলাল। নাহি জানি আমি।
[রঞ্জন দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল]

রঙ্গলাল। [রঞ্জনের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে]
বৎস—

রঞ্জন। লক্ষ লক্ষ ধূর্জ্জটীর প্রলয় বিষাণ
এক সঙ্গে ওঠ' বাজি মোর চারি ভিতে ;
বিশ্বনাশী দাবাগ্নির লেলিহান শিখা
ওঠ' জ্বলি দাউ দাউ ভীম প্রভঞ্জনে।
ব্যথিতের চির-বন্ধু দুর্ব্বার মরণ
রক্তাক্ত করাল হস্তে—
কণ্ঠ মোর কর নিপীড়ন !
[দুই হস্তে নিজের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল]

রঙ্গলাল [বাধা দিয়া]
একি কর উন্মাদ বালক !

রঞ্জন। ছেড়ে দাও মোরে।
তুমি—তুমি কি বুঝিবে
অভিশপ্ত জীবনের ব্যথা,

নিষ্ফল এ জীবনের দীর্ণ হাহাকার,
যার নিষ্পেষণে আজি প্রতি অণু মোর
উচ্চরোল উঠিছে কাঁদিয়া।
পথের ভিক্ষুক,—সেও দিতে পারে
বংশ পরিচয়,
কিন্তু আমি— [অসহ্য বেদনায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইল]

রঙ্গলাল। বংশ পরিচয়—সে তো দৈবের অধীন ;
নহে তাহা মানবের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।
নিজ শৌর্য্যে পুরুষত্বে করিয়া নির্ভর
যেবা পারে করিবারে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন
সেই তো মানুষ।
তোমারে কি সাজে পুত্র হেন অধীরতা ?

রঞ্জন। বলিতে কি পার মোরে
আমা হ'তে নিঃস্ব কেবা এজগতে আজ ?
বিপুল জগৎ মাঝে
আপনার বলিবার কেহ নাহি আর ;
আত্মীয় স্বজন, মাতা পিতা
কেহ—কেহ নাহি মোর।

রঙ্গলাল। আর—আমি কেহ নহি !
তুই কি জানিবি পুত্র
তখনো ফোটেনি কথা চাঁদমুখে তোর

শুধু এতটুকু হাসি দেখিবার তরে
কেটে গেছে কত রাত্রি নিভৃতে নীরবে।

রঞ্জন। না না, কেহ নহ মোর
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও মোরে!

রঙ্গলাল। তাপ-ক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ অন্তর আমার
একমাত্র তোরই স্নেহ পরশনে
আছে সঞ্জীবিত।
চল্ বাপ—গৃহে চল্!

রঞ্জন। গৃহ!
কোথা গৃহ মোর?
কোথা চাহ নিয়ে যেতে মোরে?
কলহাস্য—মুখরিত মানব সমাজে?
স্মরণেও শ্বাসরুদ্ধ হইতেছে মোর।
না না না—পারিব না, পারিব না
যাইতে সেখানে।
পিতা,
জনমের মত আজ লইনু বিদায়।

রঙ্গলাল। হানি' বাজ বক্ষে মোর
কোথা যাবি আমারে ছাড়িয়া?
ওরে, যাইতে দিব না তোরে,
নির্দ্দয় নির্ম্মম।

[হাত চাপিয়া ধরিল]

রঞ্জন। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোরে ;
মুক্ত বিহঙ্গমে
আর পারিবে না বাঁধিয়া রাখিতে।
আঃ ছেড়ে দাও—দাও ছেড়ে—

[দ্রুত প্রস্থান।

রঙ্গলাল। ওরে ওরে—শুনে যা—শুনে যা !
জানি আমি তোর জন্ম-কথা,
জানি তোর পিতৃ-পরিচয় ;
শুনে যা—শুনে যা—

[রঞ্জনের পশ্চাৎ দৌড়িয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ একটি পাথরে আঘাত লাগিয়া পড়িয়া গেল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শৈলেশ্বরের মন্দির। অম্বর বসিয়া গাহিতেছিল—রাজা দাহির মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া অম্বরের পাশে গেল।

অম্বরের গীত

আমার মনের মুগ্ধ হরিণ কে তোরে ডেকেছে রে।
বাঁশীর মায়ায় আপনারে হায় হারায়ে ফেলেছে সে ॥
নয়নে তাহার ছল ছল জল, নিজের ব্যথায় নিজেই চঞ্চল
আকুল শেফালি ঝরার পুলকে ভূতলে ঝরিছে সে ॥
পথের গোপনে কোথায় কে আছে
সে খোঁজ সে রাখে কি—
গানের আড়ালে বাণ যদি থাকে তার যায় আসে কি।
বঁধুর বাঁশরী ডাক দিল যারে
ঘরের বাঁধন বাঁধিয়ে কি তারে
বালির দেয়ালে জোয়ারের জল
রোধিতে পেরেছে কে ?

দাহির। অম্বর !

অম্বর। মহারাজ !

দাহির। একটি সত্য কথা বলবে ?

অম্বর। জ্ঞানাবধি আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি মহারাজ; তার ওপর আপনি আমার অন্নদাতা— পিতৃতুল্য।

দাহির। পূজায় বসেছিলাম—হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। তোমার গান শুনে আমি মন্দিরের ভেতর থাকতে পারলাম না; আমার নিজের অজ্ঞাতসারে তোমার পাশটিতে এসে বসলাম—কিন্তু এসে গান শুনতে পেলাম না। আমি শুনলাম একটা হাহাকার—একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস—একটা মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন-ধ্বনি। আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না অম্বর—কিসের দুঃখ তোমার?

অম্বর। আমার তো কোন দুঃখ নেই মহারাজ!

দাহির। আমার কাছে মিথ্যা কথা ব'লো না অম্বর! তোমার বুকের ভেতর যদি দুঃখ না থাকবে—তবে তোমার গান শুনে আমার দুই চোখ জলে ভরে আসে কেন?

অম্বর। আমাদের কোন্‌টা যে সত্যিকারের সুখ, আর কোন্‌টা যে সত্যিকারের দুঃখ তা' তো আমরা সব সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারি নে মহারাজ!

দাহির। তুমি অন্ধ ব'লে, তোমার কি কোন দুঃখ নেই অম্বর?

অম্বর। কি জন্যে দুঃখ ক'রব মহারাজ? আপনি দয়া ক'রে আমাকে আশ্রয় না দিলে—দু'মুঠো খেতে না দিলে, আমাকে হয়তো রাস্তায় অনাহারে শুকিয়ে মরে' পড়ে থাকতে হ'ত; আজ যদি আপনার দয়ার উৎস শুকিয়ে যায়—যদি

আপনি আপনার দয়া ফিরিয়ে নেন—তবে কি আপনার উপর আমার অভিমান করা চলে ?

দাহির। একবার দয়া ক'রে—বিনা অপরাধে কারও ওপর থেকে দয়া ফিরিয়ে নেওয়া মহাপাপ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন কখনো আমার এমন দুর্ম্মতি না হয়।

অম্বর। দান ক'রে দান ফিরিয়ে নেওয়া মহাপাপ ?

দাহির। নিশ্চয় !

অম্বর। এ কথা যে আমি বিশ্বাস ক'রতে পারছিনে মহারাজ !

দাহির। কেন ?

অম্বর। আপনার কথা বিশ্বাস করলে আমি যে ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারবো না। তাহ'লে যে স্বয়ং ভগবানকে মহাপাপী বলে মনে করতে হবে।

দাহির। কেন ?

অম্বর। তাঁর পায়ে আমি কোনদিনই তো কোন অপরাধ করিনি, তবে তিনি কেন তাঁর দয়া থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন। আমি তো চিরদিন অন্ধ ছিলাম না মহারাজ।

দাহির। পেয়ে হারানোর কি সে দুঃখ—তা'তো আমি বুঝি অম্বর ! আজ আমার কিছুরই অভাব নেই—অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, দেশব্যাপী যশ, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন আর সবার উপর জগদ্ধাত্রীর মত আমার মা অরুণা। কিন্তু যদি বিধাতার অভিশাপে আমাকে সব হারাতে হয় তবে আমি এ জগতে

কি নিয়ে বেঁচে থাকবো! সে বাঁচা তো বাঁচা নয়—সে যে মরণেরও অধিক। অম্বর, তুমি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি—তোমার কি দুঃখ।

অম্বর। আমায় ভুল বুঝবেন না মহারাজ! আমি মিথ্যা বলি নি। যিনি দিয়েছিলেন—তিনিই নিয়েছেন। বিশ্বাস করুন মহারাজ, তাঁর উপর আমার কিছুমাত্র অভিমান নেই। ক্ষমা করবেন মহারাজ, আপনার পূজার ব্যাঘাত করলেম—এখন তাহ'লে আসি।

[প্রস্থান

দাহির। কি গভীর বিশ্বাস—কি একান্ত নির্ভরতা! এর কণামাত্র বিশ্বাসও যদি আমার ভগবানের উপর থাকতো!

(অরুণার প্রবেশ)

এই যে পাগলী-মা, বুড়ো ছেলের দেরী দেখে তাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিস্?

অরুণা। আসব না? সেই কতক্ষণ আগে তুমি পূজা করতে এসেছ, এখনও ফেরবার নামটি নেই। এতক্ষণ ধরে কি করছিলে বাবা?

দাহির। কি যে করছিলেম তা তো আমি নিজেই ভালো করে' জানি নে মা। তবে এইটুকু মনে আছে দেবদেব শৈলে-শ্বরের পায়ে মাথা খুঁড়ে একটি সন্তান কামনা করছিলাম।

অরুণা। সে কি বাবা?

দাহির। হ্যাঁ মা—এমন একটি সন্তান কামনা করছিলাম যাকে আমার এই মায়ের পাশটিতে মানায়। বৃদ্ধ হয়েছি, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যুর পায়ের শব্দ আমার কানের কাছে বেজে উঠছে। তাই সময় থাকতে পাগলী মাকে—মহাদেবের মত পাগল বাবার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই।

অরুণা। তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ বাবা। আমার জন্য অত ভাবতে হবে না। আমি কখনো বিয়ে করবো না।

দাহির। সাধ ক'রে কি আর পাগলী বলে ডাকি, এখন বিয়ে করবো না বল্‌ছিস, কিন্তু এমন দিন আসবে—যখন এই বুড়ো বাপের কথা একটি বার ও মনে হবে না। তখন হয়তো—কোথায় কোন্‌ দূরদেশে কার ঘর আলো ক'রে থাকবি—তোকে দেখবার জন্য এই বুড়ো বাপের প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌লেও একটি বার তোকে চোখের দেখা দেখতে পাবো না। অরুণা—অরুণা, তুই যদি আমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস্‌!

অরুণা। কেন বাবা?

দাহির। তাহ'লে কেউ তো তোকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে পারতো না মা।

অরুণা। তোমাকে না দেখলে আমি যে থাকৃতে পারি না বাবা। তোমার কাছ থেকে আমাকে দূরে পাঠিও না—আমার যে বড় কষ্ট হবে।

দাহির। আচ্ছা—তাই হবে মা—তাই হবে।

অরুণা। আজ দশ দিন রাজধানী ছেড়ে এসেছি—আর কতদিন এখানে থাকবে ?

দাহির। এখানে একলাটি থাক্‌তে বড় কষ্ট হচ্ছে—না মা ?

অরুণা। তুমিও তো এক্‌লা আছ, তোমারও তো কষ্ট হচ্ছে ?

দাহির। না মা, এখানে থাকতে আমার কোন কষ্ট হয় না। রাজধানীতে যখন থাকি—রাজ-কার্য্যের গুরুভার আমার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। পূজায় বসেছি—বিশ্বনাথের চরণ ধ্যান করছি—সহসা সেই চিন্তাকে ডুবিয়ে দিয়ে রাজ্যের চিন্তা, প্রজাদের সুখ-দুঃখের চিন্তা আমার একাগ্রতা ভঙ্গ ক'রে দেয়। আমি পূজা ভুলে যাই, তাই মাঝে মাঝে সংসারের কোলাহল থেকে দূরে—এই নির্জ্জনে—শৈলেশ্বরের মন্দিরে বিশ্বনাথের চরণ ধ্যান করতে আসি। পূজা শেষ হয়েছে, চল্ মা চল্।

অরুণা। ঠাকুরের জন্য সুন্দর মালা তৈরী ক'রে রেখেছি। তুমি একটু দাঁড়াও বাবা, আমি এখনই নিয়ে আসছি। ঠাকুরের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে তোমার সঙ্গে ফিরে যাব।

[অরুণার প্রস্থান

দাহির। কি যে যাদু জানে—একদণ্ড ছেড়ে থাক্‌তে পারি

না। মায়ের আমার বয়স হয়েছে—আর তো বিলম্ব করা যায় না।

(শেষাকরের প্রবেশ)

দাহির। একি—শেষাকর! তুমি অকস্মাৎ রাজধানী ছেড়ে এখানে এসেছ? কি সংবাদ?

শেষাকর। আরবের দূত আপনার নিকট এসেছে। সংবাদ অত্যন্ত গুরুতর—তাই আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করতে বাধ্য হয়েছি।

দাহির। আরব-দূত আমার নিকট এসেছে! কি প্রয়োজন?

শেষাকর। কিছুদিন পূর্ব্বে সিংহলের রাজা একটি মহার্ঘ্য তরণী বহু দ্রব্যে পরিপূর্ণ ক'রে আরবাধিপতির জন্য ভেট পাঠিয়েছিল। সিন্ধু-উপকূলে দস্যুদল সেই তরণী লুণ্ঠন করেছে—তাই আরব-নরপতি ক্ষতি পূরণের দাবী করে আপনার নিকট দূত পাঠিয়েছে।

দাহির। আমার রাজ্যে এতবড় একটা লুণ্ঠন হয়ে গেল—অথচ আমি তার কোন সংবাদই জানিনা, আশ্চর্য্য! কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা—এই লুণ্ঠনের জন্য আমাকে কেন দায়ী করছে?

শেষাকর। এ অনর্থ আপনার রাজত্বে ঘটেছে—হয়তো এই কারণ।

দাহির। অদ্ভুত কারণ; কোথায় সিন্ধু-উপকূলে দস্যুগণ লুণ্ঠন করেছে—তার জন্য আমি দায়ী! যদি আমি এই অনুরোধে অসম্মত হই?

শেষাকর। তা হ'লে অবিলম্বে আরবের সৈন্য-স্রোতে সিন্ধুদেশ প্লাবিত হবে।

দাহির। তাইতো—এ দেখছি বিষম সঙ্কট। শেষাকর, আমি বুঝতে পারছিনে—এখন আমার কি কর্ত্তব্য।

শেষাকর। বাল্যকাল থেকে ঈশ্বরের আজ্ঞার মত আপনার সমস্ত আদেশ—ভাল মন্দ বিচার না ক'রে পালন করেছি। আপনাকে উপদেশ দেবার মত ধৃষ্টতা আমার কখনও হয়নি। আপনি যদি অনুমতি দেন—তবে আমার যা বলবার আছে অপনার চরণে নিবেদন করি।

দাহির। বেশ বল।

শেষাকর। কে সে হাজ্জাজ! কি সাহসে—কি স্পর্দ্ধায় সে আমাদের রক্ত-চক্ষু দেখায়? সে আমাদের কাছে দূত পাঠিয়েছে অনুরোধ জানাবার জন্য নয়—তার আদেশ জানাবার জন্য। দূর আরবের মরু-প্রান্তরে বসে' হাজ্জাজ হিন্দুর উন্নত শির ধূলায় লুটাতে চাচ্ছে। অবনত মস্তকে এই অপমান সহ্য করা আমাদের কখনই উচিত নয়।

দাহির। সবই বুঝি, কিন্তু অসম্মত হওয়ার পরিণাম বুঝতে পারছ শেষাকর?

শেষাকর। হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি। জানি আমি—তাঁর

প্রস্তাবে অসম্মত হ'লে—অচিরাৎ সমস্ত সিন্ধুদেশ রক্তস্রোতে প্লাবিত হবে। কিন্তু তবু আমার মনে হয় মহারাজ, জীবনের চেয়ে মান শ্রেয়ঃ।

দাহির। সবই জানি—সবই বুঝি। শেষাকর, একবার স্থির নেত্রে সুজলা সুফলা এই দেশের পানে চেয়ে দেখ—যার প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক তরুলতা শান্তির সস্নেহ স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক গৃহ থেকে সকাল-সন্ধ্যায় শঙ্খ-ঘণ্টার মঙ্গলধ্বনি ঘোর শব্দে গগন-পবন মুখরিত ক'রে, দেবতার চরণ-উদ্দেশে ঊর্দ্ধে ধেয়ে যাচ্ছে। কি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে প্রত্যেক প্রজা কালযাপন ক'রছে। আজ যদি আমার তুচ্ছ মান রক্ষা করবার জন্য হাজ্জাজকে প্রত্যাখ্যান করি, তা হ'লে মৃত্যু মূর্ত্তিমান হয়ে লেলিহান রক্ত-জিহ্বা বিস্তার ক'রে সিন্ধুর প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে ছুটে যাবে। তুচ্ছ অর্থ দিয়ে এই দারুণ সঙ্কট থেকে যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায়—তবে সে চেষ্টা করা কি উচিত নয় শেষাকর ?

শেষাকর। কিন্তু মহারাজ—আজ যদি হাজ্জাজকে তার দাবী মত অর্থ দেন, তবে আপনাকে দুর্ব্বল ভেবে কাল অন্য ছলে সে আপনার নিকট অর্থ দাবী করবে। তখন আপনি কি করবেন মহারাজ ?

দাহির। তোমার কথা যে একেবারে যুক্তিহীন তা নয়। আরব-দূতকে কোথায় রেখে এসেছ ?

শেষাকর। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

দাহির। তা'কে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস ; তার নিজের মুখে শুন্‌তে চাই হাজ্জাজ আমার কাছে কত অর্থ চায়।

[শেযাকরের প্রস্থান।

বিশ্বনাথ ! শৈলেশ্বর !
আশৈশব আরাধনা করিয়াছি চরণ তোমার
ধ্যানে জ্ঞানে তোমা ছাড়া নাহি জানি কিছু ;
কহ মোরে কি কর্ত্তব্য এ মহা সঙ্কটে ?

(রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন। তুমি রাজা ?

দাহির। কে তুমি ?

রঞ্জন। দরিদ্র যুবক আমি।
নাহি মোর অন্য পরিচয়।
কোথা রাজা ?
আছে কিছু নিবেদন চরণে তাঁহার।

দাহির। নিঃসঙ্কোচে কহ মোরে—আমি রাজা।

রঞ্জন। তুমি !
ভাগ্যবান—মহাভাগ্যবান আমি
তাই তব পেয়েছি দর্শন ;
লহ দেব প্রণাম আমার।

দাহির। কহ বৎস কিবা প্রয়োজন ?

রঞ্জন। হে রাজন্ !

আসি নাই তব পার্শ্বে নিজ কার্য্য আশে।
নিরাশ্রয় শরণার্থী দুটি বালিকার তরে
বহু দূর হ'তে আসিয়াছি তোমার সকাশে।

দাহির। কেবা তারা—কিবা পরিচয় ?

রঞ্জন। পরিচয়! নাহি জানি কিবা পরিচয়,
তবে বহুদূর দেশে বাস তাহাদের।
দস্যু আক্রমণে আত্মীয়-স্বজনহারা হয়েছে তাহারা,
ফিরে যেতে চায় এবে নিজ জন্মভূমি।
উপযুক্ত রক্ষী সহ তাহাদের দাও পাঠাইয়া—
জানাইতে এই আবেদন চরণে তোমার
আসিয়াছি হেথা।

দাহির। কোথায় তাহারা ?

রঞ্জন। হ'লে আজ্ঞা এই দণ্ডে করি উপস্থিত
সকাশে তোমার।

(শেষাকর ও ইব্রাহিমের প্রবেশ)

দাহির। [রঞ্জনের প্রতি] তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
পশ্চাতে শুনিব সব।

শেষাকর। দূত! নরশ্রেষ্ঠ সিন্ধুরাজ সম্মুখে তোমার
বার্ত্তা তব কর নিবেদন।

ইব্রাহিম। বীর্য্যবান্ বীরশ্রেষ্ঠ আরব-নৃপের

বার্ত্তা বহি আসিয়াছি মহারাজ, সকাশে তোমার।
তব রাজ্যে দস্যুদল করিয়াছে
আরবের তরণী লুণ্ঠন।
তুমি রাজা,
দায়ী তুমি এ রাজ্যের প্রতি কার্য্য তরে।

দাহির। এ রাজ্যের কোন্ কার্য্য তরে
দায়ী কিম্বা নহি দায়ী আমি
তোমা সনে সে বিচারে নাহি প্রয়োজন।
কহ – কত অর্থ চাহিয়াছে তোমার সম্রাট ?

ইব্রাহিম। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা।

দাহির। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা !
স্বর্ণ-প্রসবিণী এ ভারত-ভূমি
নাহিক সন্দেহ ;
তবু—এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অত্যন্ত অধিক।

ইব্রাহিম। বিচারের ভার নিয়ে আসেনি কিঙ্কর।
সম্মত কি অসম্মত প্রস্তাবে তাঁহার
এই কথা জানিবারে আসিয়াছি আমি।

দাহির। সপ্তাহের শেষে তুমি লভিবে উত্তর।
যাও এবে ক্লান্ত তুমি,
লওগে বিশ্রাম।
শেষাকর, কর উপযুক্ত আয়োজন
বিশ্রামের হেতু।

ইব্রাহিম। আরো কিছু আছে নিবেদন।
মহামান্য হাজ্জাজের উপহার লাগি
অপূর্ব্ব সুন্দরী দুই সিংহল-যুবতী
ছিল সেই তরণীতে।
শুধু অর্থ নহে—তাহাদের ফিরে দিতে হবে।

দাহির। অসম্ভব রক্ষা করা এই অনুরোধ।
অর্থ আমি দিতে পারি রাজকোষ হ'তে,
কিন্তু কোথা পাব তাহাদের আমি!

ইব্রাহিম। আজ্ঞা তব গ্রামে গ্রামে করহ ঘোষণা
অবিলম্বে মিলিবে সন্ধান।

দাহির। শেষাকর! এই দণ্ডে রাজ্য মাঝে করহ ঘোষণা
বন্দী করি' নারীদ্বয়ে
উপস্থিত করিবে যে সম্মুখে আমার,
উপযুক্ত পুরস্কার মিলিবে তাহার।

রঞ্জন। ঘোষণার নাহি প্রয়োজন রাজা,
আমি জানি তাদের সন্ধান।

দাহির। নিশ্চিন্ত করিলে মোরে বিদেশী যুবক।
কহ, কোথায় তাহারা?
উপযুক্ত পুরস্কার মিলিবে তোমার।

রঞ্জন। পুরস্কার আশে আসি নাই রাজা।
নিবেদন করিব সকলি চরণে তোমার

কিন্তু তার পূর্ব্বে জানিতে বাসনা মোর,
কি করিতে চাও তুমি তাহাদেরে লয়ে ?

দাহির। নির্ব্বোধের সম প্রশ্ন করিছ যুবক।
এই মাত্র দূত-মুখে শুনিয়াছ সব,
তবু তুমি জিজ্ঞাসিছ মোরে
কি করিব তাহাদের লয়ে ?

রঞ্জন। মূর্খ আমি নাহিক সন্দেহ,
তাই পারি নাই বুঝিবারে তব অভিলাষ ;
এতক্ষণে—এতক্ষণে বুঝিলাম সব।

দাহির। নিরুত্তর কেন যুবা,
কহ কোথায় তাহারা ?

রঞ্জন। কহিব না।

দাহির। কহিবে না মোরে ?

রঞ্জন। না—না—কহিব না কভু।

দাহির। উদ্ধত যুবক !
শীঘ্র কহ কোথায় তাহারা !
রাজ-আজ্ঞা ক'রো না লঙ্ঘন !

রঞ্জন। সত্য রাজ-আজ্ঞা হ'লে
অবনত শিরে করিতাম পা[illegible]হার।
কিন্তু জানি আমি নহে রাজ-আজ্ঞা ইহা।

শেষাকর। দাম্ভিক-যুবক !
জান তুমি কার সনে কহিতেছ কথা ?

রঞ্জন। নাহি জানি—
জানিবার নাহি প্রয়োজন।
মর্য্যাদা রক্ষার তরে
প্রবলের নিপীড়ন হ'তে
আশ্রিতের আর্ত্তবেশে উপস্থিত
আজি যে রমণী,
তারে যেবা নির্ব্বিবাদে দিতে চায়
শত্রুর কবলে,
হ'লেও সে আসমুদ্র ভারতের রাজা
নহে রাজা মোর—
রাজা ব'লে তারে আমি কভু না মানিব।

দাহির। উদ্ধত যুবক!
নহ অবগত তুমি জটিল সাম্রাজ্য-নীতি,
তাই কহিতেছ হেন প্রলাপ বচন;
নাহি জান রাজধর্ম্ম কিবা।

রঞ্জন। কিন্তু জানি কিবা ধর্ম্ম মানুষের—
কারণ মানুষ আমি—নহি আমি রাজা।

[প্রস্থানোদ্যত]

ইব্রাহিম। দাঁড়াও যুবক,
রাজা পারে নির্ব্বিচারে ছেড়ে দিতে তোমা
কিন্তু আমি নাহি পারি।

করিলাম বন্দী তোমা
বীরশ্রেষ্ঠ হাজ্জাজের নামে।

(অসি নিষ্কাষণ)

রঞ্জন। সাবধান আরবের দূত!
নহি রাজা আমি—
রক্ত-আঁখি দেখায়ো না মোরে।
এই দণ্ডে কর অসি কোষবদ্ধ তব, নহে—

(অগ্রসর হইল)

দাহির। [বাধা দিয়া] একি কর, শান্ত হও।
উন্মাদ হয়েছ তুমি!

রঞ্জন। সত্য হে রাজন্!
তুমি—তুমি মোরে করেছ উন্মাদ।
মূর্ত্তিমান হিন্দুধর্ম্ম ভাবিয়া রাজারে,
কল্পনায় দেবমূর্ত্তি করিয়া অঙ্কিত
এতদিন ধরি নিভৃতে নীরবে
একমনে করিয়াছি যার আরাধনা,
আজি তুমি চাহ চূর্ণ করিবারে
চিরারাধ্য সেই দেবমূর্ত্তি মোর!
না—না—না—দিবনা—দিবনা তোমা
হ'তে হীন জগতের চোখে।
কে—কে তুমি
হিন্দুর উন্নত শিরে

করিবারে পদাঘাত আসিয়াছ আজি ?
যাও – দূর হও এই দণ্ডে সম্মুখ হইতে।

ইব্রা। উত্তম—চলিলাম আমি ;
কিন্তু শোন হে রাজন্,
অবিলম্বে অসিমুখে প্রত্যুত্তর পাইবে ইহার।

রঞ্জন। তবে আর বিলম্ব কোরো না—
বার্ত্তা লয়ে যাও ত্বরা স্বদেশে ফিরিয়া।
শীঘ্র যাও হে বীর কেশরী,
সাগ্রহে রহিল রাজা,
সাগ্রহে রহিনু মোরা—
তোমাদের উত্তর-আশায়।
এখন—চঞ্চল মোরা।
বিদায় বিদায়—

[রঞ্জনের অভিবাদন ও ইব্রাহিমের প্রস্থান।

দাহির। কি করিলে—কি করিলে—অবোধ অজ্ঞান ?

রঞ্জন। দেবতারে বাঁচায়েছি অপমান হ'তে—
এইবার দাও মোরে মৃত্যুদণ্ড রাজা !

(দাহিরের পদতলে পড়িল)

দাহির। দণ্ড ! দণ্ড তব, আজীবন রবে বন্দী
মোর স্নেহ-কারাগারে।

[রঞ্জনকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান।

গ্রাম্য রমণীগণের প্রবেশ

নৃত্য ও গীত

আজ আলোকের ঝরণা ঝরে
সাঁঝের অলকে।
নীল পরীরা পাখ্‌না মেলে
মনের পুলকে।
হালকা হাওয়ায় মেঘের ভেলা,
আকাশ জুড়ে করছে খেলা,
ঐ খেলারই দোলায় আজি
দুলবি বল কে ?
ভোর ভেবে ঐ কমল-বনে,
পদ্ম তাকায় আড়-নয়নে
ঘর ছেড়ে সব বেড়িয়ে পড়
চোখের পলকে।　　　　[প্রস্থান।

(ইব্রাহিম ও সৈনিকগণের প্রবেশ)

ইব্রাহিম। আমার প্রাণ যায় তাও স্বাকার—কিন্তু তবুও এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে আমি কিছুতেই ইরাকে ফিরে যাব না।

১ম সৈনিক। ক্রোধে জ্ঞান হারাবেন না। যা করবেন একটু বিবেচনা ক'রে করবেন।

ইব্রাহিম। তোমরা জান না যে কি ভীষণ অপমানিত হয়েছি আমি। একটা সামান্য বালক—ভাবতেও আমার সর্ব্ব শরীর দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে! একটা তুচ্ছ যুবক মহামান্য হাজ্জাজের প্রতিনিধিকে অপমান করতে দ্বিধা করলে না! তোমরা ভেবো না ভাই-সব যে এই অপমান শুধু আমার

অপমান—এ অপমান শূরশ্রেষ্ঠ হাজ্জাজের অপমান, ইরাকের অপমান।

১ম সৈনিক। সত্য কথা বলেছেন, এ মহামান্য হাজ্জাজের অপমান।

ইব্রাহিম। কেমন ক'রে এ কলঙ্কিত মুখ নিয়ে আরবে ফিরে যাবো! কেমন ক'রে সেই বীরশ্রেষ্ঠ হাজ্জাজের সম্মুখে দাঁড়াব! তিনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন যে আমি সিন্ধু থেকে কি উত্তর নিয়ে এসেছি, তখন আমি কেমন ক'রে বলবো যে এরা আমায় অসহায় দুর্ব্বল পেয়ে অপমান করেছে। না—না—আমি প্রতিশোধ না নিয়ে কিছুতেই ফিরে যেতে পারবো না।

১ম সৈনিক। কি করতে চান?

ইব্রাহিম। কি যে করতে চাই আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু এমন একটা কিছু করবো যাতে এরা বুঝতে পারে, যে আমরা অপমানিত হ'লে অপমানের পূর্ণ প্রতিশোধ নেই।

১ম সৈনিক। চুপ করুন। ঐ কে যেন এদিকে আসছে।

ইব্রাহিম। কে এ-বালিকা! এ নিশ্চয়ই রাজা দাহিরের কন্যা। ঠিক্ হয়েছে, এইবার আমার অপমানের প্রতিশোধ পূর্ণ মাত্রায় নেব। সিংহলের বালিকাদুটীর পরিবর্ত্তে এই বালিকাকে বন্দী ক'রে হাজ্জাজের পদতলে উপঢৌকন দিয়ে

বলবো—ভারতবর্ষ থেকে আমি শুধু অপমানিত হ'য়ে ফিরে আসিনি; তা'দেরও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে এসেছি। চলে

[ইব্রাহিম ও সৈনিকগণের প্রস্থান।

[অরুণা প্রবেশ করিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল—
এমন সময়ে শেষাকর প্রবেশ করিল]

শেষাকর। অরুণা!

অরুণা। একি! শেষাকর! তুমি কখন এসেছ?

শেষাকর। অনেকক্ষণ এসেছি।

অরুণা। অনেকক্ষণ এসেছ—অথচ আমার সঙ্গে দেখা কর নাই? তুমি নিশ্চয় জান্‌তে আমি পিতার সাথে এখানে এসেছি।

শেষাকর। বৃথা আমায় অনুযোগ কোরো না অরুণা! গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম তাই তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি।

অরুণা। কি এমন রাজকার্য্য শেষাকর—যাতে আমার কথা একেবারে ভুলে গেছ?

শেষাকর। সিন্ধুর ভাগ্যাকাশে প্রলয়ের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে—জানি না তার কি পরিণাম। আরবের অধিপতি হাজ্জাজের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য্য—আজই তার সূচনা হ'ল।

অরুণা। সে কি! আরব তো বহুদূরে। হঠাৎ তার

অধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কি প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে—আমি তো বুঝতে পারছি না। তার কি অপরাধ ?

শেষাকর। তার কোন অপরাধ নাই অরুণা, অপরাধ আমাদের।

অরুণা। অপরাধ তোমাদের ?

শেষাকর। হাঁ অরুণা, অপরাধ আমাদের—অপরাধ এই দেশের। জানি না কত যুগ ধ'রে এই সৌম্যকান্ত আর্য্যজাতি শাস্ত্রে, শিল্পে, বিজ্ঞানে এই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে—অভ্রভেদী হিমাদ্রির মত শুভ্র উচ্চ শির কারো কাছে নত করে নাই। এই তার অপরাধ।

অরুণা। সে তো বিধাতার আশীর্ব্বাদ শেষাকর! সে কি অপরাধ ?

শেষাকর। জগতের রীতিনীতি অত্যন্ত জটিল, তুমি তা বুঝতে পারবে না।

অরুণা। অন্যের সুখে ঈর্ষা করা, অনাবিল শান্তির মধ্যে হত্যার বিভীষিকা জাগিয়ে তোলাই যদি সে রীতিনীতি হয়, তবে তাতে আমার প্রয়োজন নেই! আমি পিতাকে বুঝিয়ে বলবো—যাতে তিনি এই যুদ্ধের অভিপ্রায় ত্যাগ করেন।

শেষাকর। তুমি জানো না অরুণা, রাজ্যের কল্যাণের জন্য—ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য এ যুদ্ধ অনিবার্য্য। এইমাত্র

আরবের দূত মহারাজের সম্মুখে অপমানিত হয়েছে—আর সেই অপমান করেছে একজন অপরিচিত যুবক।

অরুণা। বুঝলাম তুমিও এ যুদ্ধে মত দিয়েছ। শেষাকর! নির্ম্মম ঘাতকের মত মানুষের তপ্তরক্তে পৃথিবীর বুক ভাসিয়ে দিতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না?

শেষাকর। অরুণা! সৈনিকের ব্রত যে কি কঠিন, তা তুমি বুঝবে না। স্নেহ মায়া মমতা বন্ধন—সে বীরের জন্য নয়। মমতার প্রতিচ্ছবি নারী তুমি—তুমি এ বুঝতে পারবে না। অরুণা!

অরুণা। শেষাকর!

শেষাকর। এ রাজ্যের দীনতম ভিখারীর জন্যও করুণায় তোমার আঁখি সজল হয়ে ওঠে—শুধু আমার পানে একটিবারও কি চাইবে না? অরুণা—তোমার স্নেহ সেকি চিরদিন মরীচিকার মত আমায় মিথ্যা আশায় ভুলিয়ে রাখবে?

অরুণা। আমি তোমাকে স্নেহ করি না? যাদের কখনো দেখিনি—যাদের জানিনা, তাদের জন্য যদি আমি কাঁদি—তবে আবাল্যের সাথী তুমি, তোমার জন্য আমার মন কাঁদবে না?

শেষাকর। ওই শোন অরুণা, শ্রান্ত ক্লান্ত কৃষকের মিলনের গানে সন্ধ্যার আকাশ ভরে গেছে। এই মিলন-সন্ধ্যায় একটিবার বলো যে তুমি আমায় ভালবাস।

অরুণা। তুমি কি জাননা শেষাকর—যে আমি তোমায় ভালবাসি।

শেষাকর। সত্য—সত্য অরুণা তুমি আমায় ভালবাস?

অরুণা। বাসি।

শেষাকর। এতদিন পরে আমার আজন্মের স্বপ্ন সত্যই কি সফল হবে! মহারাজ আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন—আমার ভিক্ষা তিনি কখনই প্রত্যাখ্যান করবেন না। তাঁর কাছে নতজানু হয়ে তোমাকে ভিক্ষা চাইব, তারপর তাঁর অনুমতি হ'লে তোমাকে বিবাহ ক'রে—

অরুণা। বিবাহ—আমার সঙ্গে?

শেষাকর। হাঁ অরুণা।

অরুণা। না না শেষাকর। বিবাহের কথা বাবাকে বোলো না—আমি বিবাহ করতে পারবো না।

শেষাকর। আমি কি এতই অপদার্থ?

অরুণা। সে কথা তো আমি বলিনি।

শেষাকর। বুঝলাম তুমি আমাকে ঘৃণা কর।

অরুণা। আমি তোমাকে ঘৃণা করি—ও কথা বলে আমাকে কষ্ট দিও না। সত্যি শেষাকর—আমি তোমাকে ভালবাসি। পিতা মাতা ছাড়া তোমার মত প্রিয় এ-জগতে আমার কেউ নেই। কিন্তু তবুও বিবাহের কথা আমায় বোলো না। বিবাহের কথা শুনলেই একটা অজানা আতঙ্কে আমি শিউরে উঠি।

শেষাকর। অবোধ বালিকার মত কথা বলছ অরুণা। সমাজের বিধান তোমাকে মানতেই হবে। বিবাহ তোমাকে এক দিন করতেই হবে। তবে অকারণ কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছ অরুণা?

অরুণা। মুহূর্ত্তের জন্যও বিবাহের কথা আমার মনে কোনদিন হয়নি। আজ হঠাৎ তার মীমাংসা করে উঠ্‌তে পারবো না। শেষাকর—এইবার আমি ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে আসি।

[অরুণা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল]

শেষাকর। অরুণা—অরুণা, আমার প্রাণের ভাষা বুঝতে পারলে না! আজন্মের পিপাসার্ত্ত এই অন্তরে—একমাত্র তুমিই শান্তি দিতে পারতে অরুণা—কিন্তু তুমিও নিষ্ঠুর হ'লে!

[শেষাকর ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে ইব্রাহিম সৈন্যসহ প্রবেশ করিয়া সৈন্যদের গুপ্ত স্থান নির্দ্দেশ করিল। অরুণা মন্দির হইতে বাহির হইবামাত্র ইব্রাহিম ও তাহার সঙ্গীগণ অরুণাকে আক্রমণ করিল]

অরুণা। কে—কে তোমরা?

ইব্রাহিম। চীৎকার করতে দিওনা, মুখ বেঁধে ফেল।

অরুণা। শেষাকর! রক্ষা কর—রক্ষা কর—

[অরুণা মূর্চ্ছিত হইল। একজন মুসলমান অরুণাকে কোলে তুলিয়া লইল]

ইব্রাহিম। রাজকন্যা মূর্চ্ছিত হয়েছে, আর ভয় নাই। সমুদ্রতীরে আমাদের জন্য তরণী অপেক্ষা করছে। এইবার তীরবেগে অশ্ব চালিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'তে হবে। দাঁড়িয়ে

আর কিছুক্ষণ পরে বুঝবে আমরা অপমানিত হ'লে কি ভাবে তার প্রতিশোধ নিই।

[একটি সৈনিক অরুণাকে লইয়া অগ্রসর হইল। এমন সময় রঞ্জন প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করিল। অন্যান্য সকলে রঞ্জনকে আক্রমণ করিল। আরও দুইজন নিহত হইল। ইব্রাহিম পলায়ন করিল। রঞ্জন অরুণাকে কোলে লইয়া ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এমন সময় শেষাকর প্রবেশ করিল]

শেষাকর। একি! কি হয়েছে?

রঞ্জন। দুর্বৃত্তেরা একে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। মূর্চ্ছিত হয়েছেন—শীঘ্র জল নিয়ে আসুন।

[শেষাকরের দ্রুত প্রস্থান।

[রঞ্জন স্থিরদৃষ্টিতে অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কয়েকবার উদ্‌ভ্রান্তের মত "কি সুন্দর, কি সুন্দর" কহিয়া যেন নিজের অজ্ঞাতসারে অরুণাকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় অরুণার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল; সে রঞ্জনের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য তাকাইয়া একটি কাতরতাসূচক শব্দ করিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইল। রঞ্জন ভূমিতলে অরুণাকে শোয়াইয়া দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে শেষাকর জল লইয়া প্রবেশ করিয়া অরুণাকে কোলে লইয়া চোখে-মুখে জল দিতে লাগিল। ক্রমে অরুণার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল।]

শেষাকর। অরুণা—অরুণা!

অরুণা। শেষাকর!

শেষাকর। আর ভয় নেই অরুণা—তুমি স্থির হও।

অরুণা। এরা কারা শেষাকর?

শেষাকর। এরা আরবের সৈন্য। আজকের অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তোমায় হরণ করতে এসেছিল। কি

অসীম সাহস ! কি স্পর্দ্ধা ! সিন্ধুর বুকে এসে—নারীর অপমান —নারীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ !

অরুণা। শেষাকর—তবে তুমি আমাকে আজ রক্ষা করেছ ?

শেষাকর। (ইতঃস্ততঃ করিয়া) আমার কি সাধ্য অরুণা —ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন।

অরুণা। আজ যদি আমায় ধরে নিয়ে যেত তা'হলে কি হ'ত ! জীবনে তোমাদের আর দেখতে পেতাম না—হয়তো—না—ভাবতেও আমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌ছে। কি অদ্ভুত সাহস—নিজের জীবন তুচ্ছ করে' তুমি আজ আমাকে রক্ষা করেছ ? তুমি আমাকে এত ভালবাস শেষাকর ?

শেষাকর। অরুণা—তুচ্ছ জীবন ; তোমার জন্য ইহকাল পরকাল, স্বর্গের রাজত্ব, সব—সব আমি অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারি। তুমি আমার জীবনের আরাধ্যা প্রতিমা—তা'কি তুমি এখনও বুঝতে পারনি ?

অরুণা। আগে আমি কখনও ভাবতে পারিনি যে, মানুষে এত ভালবাসতে পারে—যাতে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ মনে হয়। শেষাকর, তুমি আমাকে জীবন দিয়েছ—আমার ধর্ম্ম রক্ষা করেছ ; এ জীবনে আর আমার অধিকার নেই—আজ হ'তে এ জীবন তোমার।

শেষাকর। অরুণা—অরুণা [বক্ষে চাপিয়া ধরিল] ক্লান্ত তুমি, চল—ঘরে ফিরে চল।

[অরুণা শেষাকরের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রঞ্জন প্রবেশ করিয়া তাহাদের সেই অবস্থায় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত হইতে ভল্লটি পড়িয়া গেল। সেই শব্দে অরুণা ফিরিয়া রঞ্জনকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল।]

অরুণা। কে—কে তুমি ?

রঞ্জন। [ম্লান হাসিয়া] আমি এক গৃহহীন দরিদ্র যুবক দেবী।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের এক পার্শ্ব। সুমিত্রা একাকিনী গাহিতেছিল।

সুমিত্রার গীত

নিশীথ নিবিড় অতি—ঘন তিমিরে
বিজলী শিহরি ওঠে, মেঘের চিরে।
ধারা ঝরে ঝর ঝর
হিয়া কাঁপে থর থর,
পথ-রেখা ক্ষীণতর, আকুল নীরে।
পাগল উঠেছে মাতি গগন ঘেরি,
মেঘে মেঘে বাজে তার বিজয়-ভেরী ;
আমারো বুকের ফাঁকে,
গুরু গুরু দেয়া ডাকে
ঘরে হিয়া নাহি থাকে, লুটে বাহিরে।

[উদ্যানের একটি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ছদ্মবেশী রঙ্গলাল প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎ হইতে সুমিত্রাকে স্পর্শ করিল। সুমিত্রা চমকাইয়া উঠিল।]

সুমিত্রা। কে ?

রঙ্গলাল। চিনিতে পারকি মোরে ?

সুমিত্রা। চিনিয়াছি।

রঙ্গলাল। ভয় নাই মাতা, আমি সন্তান তোমার।

সুমিত্রা। কি সাহসে আসিলে এখানে ?
শোন নাই তুমি
তোমারে করিতে বন্দী—
মহারাজ দিকে দিকে ক'রেছে ঘোষণা ?

রঙ্গলাল শুনিয়াছি।

সুমিত্রা। কোন মতে ধরা পড় যদি—
প্রাণরক্ষা সুকঠিন হইবে তোমার ;
কেন আসিয়াছ এই বিপদের মাঝে ?

রঙ্গলাল। কোনদিন হও যদি সন্তানের মাতা,
বুঝিতে পারিবে কেন আসিয়াছি।
তোমার নিকট কিছু নাহিক গোপন,
সবি জান তুমি।
সে সকল কথা যাক্,
শোন মাতা—স্থিরচিত্তে শোন মোর কথা ;
আরবের সেনা আসিতেছে
আক্রমণ করিতে ভারত।
ধারিয়া প্রান্তরে বাধা দিতে তারে
মহারাজ করেছেন স্থির—
সেই হেতু সৈন্য সমাবেশ তথা।

কিন্তু ইহা নহে সমীচীন—
বিপক্ষেরে এতদূর নির্ব্বিবাদে
অগ্রসর হোতে দেওয়া নহেক উচিত।
হের এই মানচিত্র—
যে পথেতে অগ্রসর আরব-বাহিনী,
অঙ্কিত রয়েছে হেথা।
সিন্ধুনদ-উপকূলে তারকা-চিহ্নিত স্থান
ঝানঝিয়া গ্রাম—
তিনদিকে খরস্রোতা নদী দিয়ে ঘেরা।
কহিবে রঞ্জনে—
করিবারে এইস্থানে সৈন্য সমাবেশ।
পরে যাহা কর্ত্তব্য—সকলি
বর্ণিত রয়েছে হেথা ;
সযতনে সাবধানে রাখ মানচিত্র,
প্রদানিবে গোপনে রঞ্জনে।

সুমিত্রা। যদি সে জিজ্ঞাসে—
কে দিয়াছে মানচিত্র মোরে,
কি কহিব তারে ?

রঙ্গলাল। কহিও তাহারে—সিন্ধুর গৌরব রক্ষা তরে,
গুর্জ্জরের স্বাধীনতা রাখিতে অটুট,
রাখি গেল ইহা তার—

[ম্লান হাসিয়া] রাখি গেল ইহা
এক ভিখারী সন্ন্যাসী।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

[চিত্রার প্রবেশ]

চিত্রা। সুমিত্রা—সুমিত্রা—

সুমিত্রা। জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল]

চিত্রা। রাজা আমাদের সিংহলে ফিরে যাবার ব্যবস্থা ক'রছেন। কাল প্রাতেই আমরা যাত্রা ক'রবো।

সুমিত্রা। তুমি যাও চিত্রা, আমি যাব না।

চিত্রা। সেকি ?

সুমিত্রা। আমার তো কেউ নেই সেখানে, তবে কার কাছে যাব ?

চিত্রা। সেকি ! তোমার পিতা মাতা—

সুমিত্রা। যারা নিজের হাতে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন ক'রে শত্রুর হাতে আমায় তুলে দিয়েছে, আমাকে আমার জন্মভূমির কোল থেকে চির-নির্ব্বাসিত ক'রেছে, তাঁরা আমার কে ? কেন আমি তাঁদের কাছে ফিরে যাব ?

চিত্রা। তবু—তবু—সিংহল আমাদের স্বদেশ ; স্বদেশের প্রতি ধূলিকণাটিও যে স্বর্ণরেণুর মত পবিত্র সুমিত্রা। আর তোমার মা যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন।

সুমিত্রা। চিত্রা, চিত্রা, এই দু'দিনের পরিচিত আত্মীয়দের

ছেড়ে যেতে যার প্রাণ কেঁদে ওঠে, আজন্মের মধুর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা সেই বাড়ী বাবা মা ভাই বোনদের চিরদিনের মত ভুলে যেতে কি তার বুকখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় না? সুখময় শৈশব-স্মৃতি যখন আমার মানস-চক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে, অশ্রুর উৎস কি আমার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ ক'রে দেয় না? আমার অন্তর কি রুদ্ধ আবেগে স্বদেশের শান্তিময় কোলে ছুটে যেতে চায় না? না চিত্রা, আমি সিংহলে ফিরে যেতে পারবো না—তুমি আমায় ফিরে যেতে বোলো না।

চিত্রা। দেশে যদি ফিরে না যাও, কোথায় থাকবে তুমি? অভিমান ক'রোনা সুমিত্রা।

সুমিত্রা। অভিমান! না চিত্রা, এ অভিমানের কথা নয়।

চিত্রা। তবে?

সুমিত্রা। এ আমার কর্ত্তব্যের কথা। আরবের বিরাট বাহিনী আজ রণোন্মাদনায় ছুটে আসছে শান্তির রাজ্যে অশান্তির আগুন জ্বালাতে; এর জন্য দায়ী কারা চিত্রা? আর রঞ্জন—ঐ সরল উদার বীর, যে আমার কুমারী-ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছে, তাকে কি এই বিপদের মাঝে ফেলে দূরে সরে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য?

চিত্রা। তোমার সব কথাই আমি বুঝেছি সুমিত্রা; কিন্তু যখন তোমার মা আমায় জিজ্ঞাসা করবেন—আমার সুমিত্রাকে কোথায় রেখে এলি, আমি তখন কি উত্তর দেব?

সুমিত্রা। [তাঁকে ব'লো, তাঁর অভাগী সুমিত্রা—ম'রে গেছে।

চিত্রা। তোমার স্নেহের পুতলি—অম্বা যখন ছুটে এসে আমার গলাটী জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা ক'রবে—'দিদি, আমার দিদি কোথায় ?' সুমিত্রা—ব'লে দাও—ব'লে দাও কী ব'লে তাকে সান্ত্বনা দেব ?

সুমিত্রা। [চিত্রা—চিত্রা, আর আমি সইতে পারি না—সইতে পারি না। যাও যাও তুমি—চলে যাও এখান থেকে।

[মর্ম্মাহত চিত্রা প্রস্থান করিল।

ওগো আমার অভিশপ্ত জীবনের শেষ সাথী ! জননী-জন্মভূমির কোলে ফিরে যাও ! মা—মাগো—তোমার স্নেহের অমৃত-ধারা থেকে আমি আজ নিজে আপনাকে বঞ্চিত করলাম।

(সুমিত্রা প্রস্তর আসনে বসিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় রঞ্জন প্রবেশ করিল)

রঞ্জন। একি ! সুমিত্রা, কাঁদচো কেন ? চিত্রা কি তোমায় বলেনি কিছু ?

সুমিত্রা। [ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে বলিয়াছে]

রঞ্জন। তবে ? তবে কেন কাঁদছো সুমিত্রা ? কালই তোমরা সিংহলে যাত্রা ক'রবে, আনন্দ কর আজ। ওকি ! তবু কাঁদছো ? কেন তোমার কি আমার কথা বিশ্বাস হ'চ্ছে না ?

সুমিত্রা। আজ তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।

রঞ্জন। অনুরোধ কেন সুমিত্রা আদেশ বল।

সুমিত্রা। না—না রঞ্জন! আদেশ নয়, অনুরোধ। তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা, বল—বল রঞ্জন, এই ভিক্ষা থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'রবে না!

রঞ্জন। তুমি কি জাননা সুমিত্রা, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নেই—

সুমিত্রা। তবে বল—বল রঞ্জন, তোমার কাছ থেকে আমায় দূরে পাঠাবে না—আমাকে তোমার পার্শ্বচারিণী ক'রে রণক্ষেত্রে নিয়ে যাবে!

রঞ্জন। তুমি পাগল হয়েছ সুমিত্রা—রণক্ষেত্রে যাবে কি? জান তো রণক্ষেত্র প্রমোদ-উদ্যান নয়। সেখানে হাসিমুখে কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না—অস্ত্রমুখে যে যার পরিচয় দেয়।

সুমিত্রা। রঞ্জন, যুদ্ধ ক্ষেত্র কি তা আমি ভাল কোরেই জানি। যত ভীষণ দৃশ্যই সে হোক্ না কেন, দেখ্‌বে আমি হাসিমুখে তা দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো; বল আমায় নিয়ে যাবে?

রঞ্জন। তুমি কি বলছো সুমিত্রা! উন্মাদ হয়েছ তুমি, তা না হ'লে এমন কথা তোমার মনে উদয় হবে কেন? নারী তুমি, কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়ে যাবে সেই আর্ত্তনাদ-ভরা রণক্ষেত্রে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে? একি সম্ভব!

সুমিত্রা। কেন সম্ভব নয় রঞ্জন, যে নারী হাসি-মুখে পতি-পুত্রকে রণ-সাজে সাজিয়ে মৃত্যুমুখে পাঠাতে পারে, তার পক্ষে একি কঠিন রঞ্জন?

রঞ্জন। ঠিক—ঠিক বটে সুমিত্রা, আমি বিস্মৃত হ'য়েছিলাম

যে এই নারীই জগজ্জননী মহাকালীর অংশ-সম্ভূতা। প্রয়োজন হ'লে স্নেহের সুধা-ধারা পান করিয়ে যেমন এরা পারে জগতকে নব-জীবন দিতে, তেমনি আবার দুষ্কৃতদমনে তাণ্ডবের বিকট লীলায় এরাই পারে ধ্বংস ক'রতে।

সুমিত্রা। বল রঞ্জন, আমায় নিয়ে যাবে! জেনো রঞ্জন, আমার মত ক্ষুদ্র নারীর দ্বারাও তোমরা বহু উপকার পেতে পার।

রঞ্জন। বহু উপকার! একটি নয়—দুটি নয়, একেবারে বহু!

সুমিত্রা। তুমি অমন কোরে হেসো না রঞ্জন, যুদ্ধ তো পরের কথা, এখুনি আমি তোমার অনেক উপকার করতে পারি।

রঞ্জন। অনেক উপকার? আচ্ছা! একে একে বল সুমিত্রা, তোমার কথা শোনবার জন্য অন্তর আমার অধীর হ'য়ে উঠেছে, আর কিছুতেই ধৈর্য্য মান্‌ছে না।

সুমিত্রা। ঠাট্টা হ'চ্ছে? আচ্ছা রঞ্জন, আরব-বাহিনী কোন্ পথে অগ্রসর হ'চ্ছে বলতে পার?

রঞ্জন। নিশ্চয়।

সুমিত্রা। নিশ্চয়! বেশ, তাদের গতিরোধ ক'রতে তোমরা কোথায় সৈন্য-সমাবেশ ক'রবে?

রঞ্জন। এদেশে নূতন এসেছ, নাম শুনে তুমি কেমন কোরে চিন্‌বে সুমিত্রা?

সুমিত্রা। তবু বলই না শুনি।

রঞ্জন। ধারিয়া প্রান্তরে।

সুমিত্রা। কিন্তু রঞ্জন, আমার মনে হয়, শত্রু-সৈন্য ঝিঝিয়া গ্রামের কাছে সিন্ধুনদ পার হবে। যদি আমরা আগে থেকে সেই পথে সৈন্য সমাবেশ করি, যদি রাত্রিকালে অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করি তবেই আমরা জয়ী হব।

রঞ্জন। [সবিস্ময়ে] সুমিত্রা!

সুমিত্রা। বিশ্বাস হ'চ্ছে না রঞ্জন? বেশ, এই মানচিত্র দেখ! [মানচিত্র দেখাইল]

রঞ্জন। মানচিত্র! কে দিয়েছে তোমাকে?

সুমিত্রা। এক সন্ন্যাসী আমায় এই মানচিত্র দিয়েছেন। আরও তিনি ব'লেছেন—তাঁর পরামর্শ-মত কাজ না ক'রলে আমরা কিছুতেই জয়লাভ করতে পারবো না।

রঞ্জন। [স্বগত] সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী এর অভিজ্ঞতা কোথা থেকে পাবে! তাইতো, কে সে ছদ্মবেশী? এ অভিজ্ঞতা, এ দূরদৃষ্টি শুধু একজনের সম্ভবপর—তবে কি—তাইতো—পিতা—পিতা—তবে কি তুমিই এসেছিলে ছদ্মবেশ ধরে আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন ক'রে দিতে? কিন্তু পিতা, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে কি ভোলাতে পারবে তুমি—তোমার পুত্রকে—তোমার শিষ্যকে? [প্রকাশ্যে] সুমিত্রা, শুধু আমি নই; আজ হ'তে এ রাজ্যের প্রত্যেক নরনারী তোমার কাছে চিরঋণী থাকবে।

সুমিত্রা। কবে আমরা যুদ্ধ যাত্রা করবো রঞ্জন ?

রঞ্জন। যুদ্ধে যেতে তোমার খুব আগ্রহ দেখছি, কিন্তু সুমিত্রা, আগামী বাসন্তী-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা কোরতেই হবে। ঐদিন রাজকন্যা অরুণার পরিণয়-উৎসব—হাসি-আনন্দ-ভরা বাসন্তী-পূর্ণিমা-নিশিতে বীরশ্রেষ্ঠ শেষাকরের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ। বিবাহের উৎসব অন্তে মরণোৎসবে মাতব আমরা—শত্রুর সঙ্গে সিন্ধুনদ-তীরে।

সুমিত্রা। রাজকন্যার বিবাহ—শেষাকরের সঙ্গে ?

রঞ্জন। হাঁ, এতে আশ্চর্য্য হ'চ্ছো কেন সুমিত্রা ? রাজকন্যাতো মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রেছেন বিধর্ম্মী শত্রুর হাত হ'তে যে-বীর তাঁর কুমারী-ধর্ম্ম রক্ষা কোরেছেন তাঁকেই তিনি বরণ ক'রে নেবেন তাঁর জীবনের সাথীরূপে। তবে আশ্চর্য্য হবার এতে কি আছে সুমিত্রা ?

সুমিত্রা। কিন্তু রঞ্জন, রাজকন্যা শেষাকরকে তো ভাল বাসে না।

রঞ্জন। ভালবাসে না! সত্য বলছো ? না না সুমিত্রা তুমি ভুল কোরছো। আমি নিজের চোখে দেখেছি—শৈলেশ্বর-মন্দির-প্রাঙ্গনে নিজে রাজকন্যা শেষাকরের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছেন। আর কেনই বা আত্ম-সমর্পণ কর'বেন না! নারী স্বভাবতই বীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে তাঁর ধর্ম্মরক্ষা করেছে, রাজকন্যার কি উচিৎ নয় সুমিত্রা, নির্ব্বিচারে তাঁকেই পতিত্বে বরণ করা ?

সুমিত্রা। কিন্তু সে তো মিথ্যা কথা; শেষাকর তো তাঁর কুমারী-ধর্ম্ম রক্ষা করেনি।

রঞ্জন। [চমকাইয়া] মিথ্যা কথা! তবে—তবে কে ক'রেছে সুমিত্রা?

সুমিত্রা। তুমি—রঞ্জন—তুমি।

রঞ্জন। আমি?

সুমিত্রা। হাঁ, তুমি। সে সময় তুমিও তো সেখানে ছিলে। রাজকন্যা তোমাকে দেখেছিলেন সেখানে।

রঞ্জন। হাঁ, আমি ওই দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম ক'রতে গিয়েছিলাম।

সুমিত্রা। তুমি আমায় ভুল বোঝাতে চেষ্টা ক'রোনা রঞ্জন, আমি সব জানি। যে নীচ চোর, পরের গৌরব চুরি ক'রে নিজে বড় হ'তে চায়, সে কি পারে রঞ্জন, উৎপীড়কের হাত হোতে আর্ত্তকে ত্রাণ ক'রতে?

রঞ্জন। সুমিত্রা! সুমিত্রা! তুমি আর শেষাকর ছাড়া এ কথা কেউ জানে না। সুমিত্রা, আমার অনুরোধ একথা আর কারো কাছে প্রকাশ ক'রো না।

সুমিত্রা। কেন প্রকাশ করবো না রঞ্জন? তুমি জান এ-কথা গোপন ক'রে তুমি অরুণার প্রতি অবিচার ক'রছ।

রঞ্জন। অবিচার! না না সুমিত্রা, পাছে কোনও অবিচার তাঁর প্রতি কোরে ফেলি সেই ভয়ে আমি থাকতে চাই—দূরে।

সুমিত্রা। রঞ্জন, তুমি অরুণাকে ভালবাস? চুপ ক'রে রইলে কেন? উত্তর দাও—রঞ্জন।

রঞ্জন। কি?

সুমিত্রা। তুমি অরুণাকে ভালবাস; জগতকে ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু আমায়—আমি যে······

রঞ্জন। [স্বগত] আমার অন্তরের বাণী ছুটে বেরিয়ে এসে যে-কথা বল্‌তে চায়, আমি তো তা বলতে পারবো না। আমি যে নিরুপায়। আমার সত্য-পরিচয় জান্‌তে পারলে সমস্ত জগত ঘৃণায় আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে।

সুমিত্রা। কি ভাবছো রঞ্জন? দেখ, আমি তোমায় কত চিনেছি—রাজকন্যাকে তুমি সত্যই ভালবাস।

রঞ্জন। সুমিত্রা—এসব কথা আমাকে বলা তোমার উচিৎ নয়। আর কোনদিন বলো না।

সুমিত্রা। আমি জানি তুমি ভালবাস। রঞ্জন, তবে স্বীকার করতে ক্ষতি কি?

রঞ্জন। [কঠোর স্বরে] সুমিত্রা—এখান থেকে যাও—যাও; আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

[কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া—পরে ধীরে ধীরে সুমিত্রার প্রস্থান]

রঞ্জন। সেইদিন···সেই গোধূলি সন্ধ্যায়
যৌবনের প্রথম পরশ
জাগ্রত করিয়া দিল চির-সুপ্ত
অন্তর আমার।

প্রাণপণ এত চেষ্টা করিতেছি আমি
তবুও পারি না কেন চিত্ত মোর
বশ করিবারে !
জাগ্রতে স্বপনে
তারি চিন্তা মোরে ঘেরি
নৃত্য করে তাণ্ডব নর্ত্তনে।
সেও কি—সেও কি ভালবাসে মোরে ?
না না—উন্মাদের সম্ কা'র চিন্তা
করিতেছি আমি !
তার—আর মোর মাঝে
পর্ব্বতের মহা ব্যবধান।
অন্তর্য্যামী ! অন্তরের ব্যথা মোর
সবি জান তুমি ;
তবে কেন চির আঁধারের মাঝে
দেখাইয়া আলেয়ার আলো—
উন্মাদ করিছ মোরে ?
শক্তি দাও—দাও শক্তি
ভুলিতে তাহারে।
গাঢ় তীব্র অন্ধকারে
লুপ্ত কর মোর যত অতীতের স্মৃতি।

[প্রস্থান।

[সখীদের সঙ্গে অরুণার প্রবেশ]

. ..দের গান

আজকে মনে দখিন্ হাওয়ার পরশ লেগেছে।
আপন-হারা ফুলকলি তাই—নয়ন মেলেছে ॥
ওলো—চা সখি তুই মুখটি তুলে
ঘোমটা পড়ে পড়ুক খুলে
এ' চপল চোখের মধুর হাসি ভুবন মেগেছে।

[সখিগণের প্রস্থান।

(অম্বর প্রবেশ করিয়া একমনে গান শুনিতেছিল)

অম্বর। আর একখানা গান গাও তো।

অরুণা। ওরা যে সব চলে গেছে অম্বর। ওদের ডাক্‌বো ?

অম্বর। না ডেকে দরকার নেই। তুমি বুঝি গান শুনছিলে ?

অরুণা। হাঁ। তুমি কখন এলে অম্বর ?

অম্বর। দূর থেকে গান শুনে বেশ ভাল লাগল তাই এলাম ; তুমি যে এখানে আছ তা আগে জানতে পারিনি। ওরা বেশ গায়, না অরুণা ?

অরুণা। হাঁ বেশ গায়, তবে তোমার মত নয়।

অম্বর। ওদের গানের চেয়ে আমার গান তোমার বেশী ভাল লাগে ?

অরুণা। হাঁ, অনেক বেশী।

অম্বর। হয়তো আগে তোমার ভাল লাগতো, কিন্তু এখন যে তোমার ভাল লাগে না তা আমি জানি।

অরুণা। কি কোরে জানলে ?

অম্বর। আগে সকাল-সন্ধ্যায় যখন-তখন আমার কাছে আসতে। কোনো সময় হয়তো আমি দুঃখের সাগরে—আমার কল্পনার ভেলাখানি ভাসিয়ে দিয়ে চুপটি ক'রে বোসে আছি, তুমি এসে জোর ক'রে আমাকে দিয়ে গান গাইয়েছ। গানের পর গান গেয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তবু তুমি আমাকে থামতে দাওনি। আমার উদাসীন মনের ভাষাহীন ব্যাকুলতা আমার গানের ছন্দে ছন্দে বেজে উঠতো। গাইতে গাইতে আমি নিজেই কেঁদেছি, তুমিও আমার পাশে ব'সে কেঁদেছ। কিন্তু শৈলেশ্বর-মন্দির থেকে ফিরে এসে এতদিনের মধ্যে আমার কাছে ত, কই আসনি।

অরুণা। না, তা আসিনি। অম্বর, আজ এমন একটা গান গাও যা শুনে সত্য-সত্যই আমার কান্না পায়।

অম্বর। আজ হঠাৎ এত কান্নার সখ হ'ল কেন অরুণা ?

অরুণা। তা জানি না, কিন্তু আজ ভারী কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

অম্বর। তবে তো দেখছি দুঃখ আমারই কেবল নিজস্ব নয়; সংসারে দুঃখ করবার আরও লোক আছে। ভগবান

তোমায় সবই দিয়েছেন, পিতা-মাতার অগাধ স্নেহের অধিকারিণী তুমি। তোমার রূপ যে কেমন তা আমি দেখেনি কিন্তু লোকের কাছে শুনেছি তুমি অপূর্ব্ব সুন্দরী। তোমার আবার দুঃখ কি ?

অরুণা। আমার তো কোন দুঃখ নেই অম্বর।

অম্বর। আবার মিছে কথা ? দুঃখ নেই ? এই যে বললে তোমার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে !

অরুণা। সে কথা অম্‌নি ব'লেছি।

অম্বর। অরুণা! আমি তোমায় জানি। তোমার এই পরিবর্ত্তন শৈলেশ্বর-মন্দির থেকে আরম্ভ হয়েছে। তবে কি অরুণা...লজ্জা ক'রো না, তবে কি—

অরুণা। কি ?

অম্বর। তবে কি তোমার যৌবনের আরক্ত-রাগ বসন্তের নেশায় রঙ্গিন হ'য়ে উঠেছে ?

অরুণা। ছিঃ...অম্বর !

অম্বর। এতে তো লজ্জা করবার কিছুই নেই অরুণা! এই যৌবনের গান, এই আকুলতা, প্রত্যেক নারী-জীবনেই আসে। আজ সেই আকুলতা যদি তোমার প্রাণে এসে থাকে তবে তোমার চিরবাঞ্ছিতকে পাবে, আমি বলছি তুমি নিশ্চয়ই পাবে অরুণা।

অরুণা। ভুলে গেছ অম্বর ? গাও—

অম্বরের গীত।

আঁধার-ঘেরা নয়ন আমার—
চাই না আলো চাই না আলো।
কাজ কি আমার রূপের নেশায়
অরূপ-রতন বাসবো ভালো॥
শুনেছি কোন্ কমলিনী
হাসছে তোমার সরোবরে।
তার পরশে ফুটলো হাসি—
কোন রূপসীর বিম্বাধরে;
দেখবো না আর এ জীবনে—
ওগো কা'র ঘরে কে প্রদীপ জ্বালো॥

অম্বরের প্রস্থান।

অরুণা। কে গো তুমি?
স্বপন রাজ্যের মোর একচ্ছত্র রাজা,
সুদূর সাগর পারে
বাজাইয়া সুমোহন বাঁশীটি তোমার
বারে বারে উন্মাদ করিছ মোরে?
মোর ঘুমন্ত চোখের পরে
আপনার সজল কাজল
আঁখি দুটি রাখি
কতদিন কত ছন্দে কহিয়াছ কথা,
তবে আজ কেন সজীব হইয়া

ধরা নাহি দাও
চির-পিপাসিত শূন্য বাহুপাশে মোর।

(শেষাকরের প্রবেশ)

শেষাকর। অরুণা—অরুণা—
এখানে রয়েছ তুমি ?
প্রাসাদের প্রতি কক্ষে খুঁজেছি তোমারে ;
অরুণা !
এতদিন পরে
সেই শুভদিন আসিয়াছে মোর
ব্যাকুল আগ্রহে যার ছিনু প্রতীক্ষায় ;
কালি প্রাতে রাজসভা মাঝে—
আমাদের বিবাহের কথা
মহারাজ নিজে করিবে প্রচার।
বাসন্তী পূর্ণিমা-নিশি
উদ্বাহের প্রশস্ত দিবস বলি
গ্রহাচার্য্য ক'রেছেন স্থির।
অরুণা—অরুণা—
রাণীর দুয়ারে
আনিলাম হেন সুসংবাদ—
হাসিমুখে সম্বর্দ্ধনা করিবে না মোরে ?

অরুণা। (সজল চোখে শেষাকরের দিকে চাহিয়া)
শেষাকর—

শেখাকর। একি, জল কেন নয়নের কোলে?
অরুণা, অরুণা কিসে ব্যথা
পাইয়াছ তুমি,
কহিবেনা মোরে?

অরুণা। শেখাকর, একটি মিনতি মোর
রাখিবে কি তুমি?

শেখাকর। অমন কাতর স্বরে কহিও না কথা।
তোমার মুখের হাসি ফিরায়ে আনিতে—
কহ কিবা করিতে হইবে মোর?

অরুণা। আরো এক মাস পরে
এই বিবাহের কথা করিতে প্রকাশ—
অনুরোধ করিও পিতারে।

শেখাকর। কেন?

অরুণা। শুধাইও না মোরে।
কেন, আমি নিজে নাহি জানি।

শেখাকর। বুঝেছি অরুণা—
তুমি নাহি ভালবাস মোরে।
তাই যদি সত্য হয় কহ অকপটে—
হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমারে
চির জীবনের মত এই দণ্ডে লভিব বিদায়।

অরুণা। শেখাকর! আমারে বুঝো না ভুল।
নহি আমি অকৃতজ্ঞ হেন,

ভুলে যাব প্রাণদাতা জনে।
আজো ভুলি নাই
শৈলেশ্বর মন্দিরের ঋণ।

শেখাকর। ঋণ—ঋণ—ঋণ, ওই এক কথা।
অরুণা—
স্নেহে বন্দী করিবারে পারি যদি কভু
জীবন সার্থক বলি' মানিব আমার।
নহে চিরমুক্তি দিলাম তোমারে।

[শেখাকরের প্রস্থান।

অরুণা। চলে' গেল তীব্র অভিমানে।
প্রাণপণে এত চেষ্টা করিতেছি আমি,
এত যুদ্ধ করিতেছি হৃদয়ের সনে
তবু কেন তাকে ভালবাসিতে পারি না ?
রঞ্জনে হেরিলে যেন
সর্ব্ব দেহ মোর—
শিহরিয়া ওঠে এক অপূর্ব্ব পুলকে।
না—না—শেখাকর প্রাণরক্ষা
করিয়াছে মোর,
বাক্যদান করিয়াছি তারে ;
মোর প্রাণে আর কারো নাহি অধিকার।
শেখাকর ! কেন ভালবেসেছ আমারে—

কেন তুমি প্রাণ রক্ষা করিলে আমার ?
কেন—কেন—

(একটী প্রস্তর বেদীর উপর বসিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অপর পার্শ্ব দিয়া রঞ্জন প্রবেশ করিল)

রঞ্জন। অন্ধকারে ছেয়েছে গগন ;
বিশ্বনাশী প্রলয়ের প্রতীক্ষায় যেন
রুদ্ধশ্বাসে ধীর স্থির র'য়েছে প্রকৃতি।
হৃদয়ের অন্ধকার আরও নিবিড়
নির্ব্বাক্—নিস্তব্ধ।
পাষাণ-দেবতা মোর, নির্ম্মম কঠোর
আশৈশব মনে প্রাণে তোমারে
করিয়া পূজা—
আজি মোর এই পুরস্কার ?
অভিশপ্ত সে মুহূর্ত্তে—
বীর্য্য-দীপ্ত সমুন্নত ললাট আমার
কলঙ্কের ঘন কৃষ্ণ কালিমায়
যবে হইল আবৃত,
সমস্ত গ্লানির ভার লইয়া মস্তকে
কেন আমি ঝাঁপ দিনু
অনিশ্চিত অন্ধকার মাঝে !
বংশ-পরিচয়হীন সমাজ-কলঙ্ক বলি'
আপনারে যবে চিনিলাম—

জীবনের সব আশা
ডুবাইয়া সাগরের অতল সলিলে
কেন আমি ফিরে এনু মানব সমাজে
জগতের বিদ্রূপ হইয়া !
দেব-ভোগ্য কুসুমের লাগি'
কেন তবু হতেছি উন্মাদ !
জীবনে পাব না যারে—
তার লাগি কেন মোর ব্যাকুল অন্তর ?

[প্রস্তর-বেদীর অপর পার্শ্বে উপবেশন করিল, ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল]

অরুণা—অরুণা ! দেবী মোর—

অরুণা। কে—কেগো তুমি
চির-পরিচিত কণ্ঠে ডাকিলে আমারে ?
কোথা তুমি—কত দূরে ?

(রঞ্জনের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যাইবার সময় একটি প্রস্তর-আসনে বাধা পাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, যন্ত্রণায় কাতরতাব্যঞ্জক শব্দ করিল—রঞ্জন বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া অরুণাকে ধরিয়া তুলিল। অরুণা রঞ্জনের দুইটি হাত আপনার বক্ষে টানিয়া লইয়া—স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিতে লাগিল।)

ওগো, কি মধুর পরশ তোমার—
কত জন্ম ধরি এই পরশের লাগি—
পিপাসিত অন্তর আমার রয়েছে উন্মুখ।
এতদিন পরে তুমি এসেছ নিঠুর,

মিটাইতে মোর অন্তরের তৃষা ।

ওগো পাষাণ-দেবতা মোর—

কথা কও, থেকো না নীরব ।

[র]ঞ্জন । অরুণা—

[অ]রুণা । কে তুমি, কে তুমি ?

একি !—রঞ্জন ?

(রঞ্জনের মুখখানি নিজের চোখের সম্মুখে টানিয়া আনিয়া ক্ষণকাল [উ]দ্‌ভ্রান্তের মত চাহিয়া থাকিয়া পরে লজ্জিত হইয়া রঞ্জনকে ছাড়িয়া দিল ।)

[র]ঞ্জন । রাজবালা, মনে হয়, নহ প্রকৃতিস্থা তুমি ;

অন্ধকারে একাকিনী

রহিও না দেবী ।

চল গৃহে রেখে আসি—

অরুণা । চল—(কিছুদূর যাইয়া কহিল)

দাঁড়াও—রঞ্জন !

আচরণে মোর নিশ্চয় হয়েছ তুমি

অতীব বিস্মিত ।

অন্ধকারে অকস্মাৎ ওই কণ্ঠ তব

জ্ঞানহারা করিল আমারে—

আমি নিজে তার জানি না কারণ ।

ভুলে যেও মোর আচরণ ।

[র]ঞ্জন । ভুলে যাব ? ভাল তাই হবে ।

ক্লান্ত তুমি এবে—গৃহে চল দেবী ।

অরুণা। (যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল) রঞ্জন,
ঊর্দ্ধে চেয়ে দেখ, অগণিত তারকার মালা
ঈশ্বরের কোটী কোটী সমুজ্জ্বল আঁখি,
ভেদ করি পৃথিবীর গাঢ় অন্ধকার
নির্নিমেষে চেয়ে আছে আমাদের পানে ;
সাবধান—মিথ্যা কহিও না,
প্রথমে কোথায় আমি দেখেছি তোমারে ?

রঞ্জন। পূর্ব্বে কহিয়াছি, আজো কহিতেছি
মূর্চ্ছা-ভঙ্গে আসিবার কালে
আমারে দেখেছ তুমি শৈলেশ্বর-মন্দির-প্রাঙ্গণে।

অরুণা। অসম্ভব ! তাই যদি হবে,
সেই ধূসর-সন্ধ্যায় যখনি দেখিনু তোমা—
কেন মোর অন্তরাত্মা
উচ্চৈঃস্বরে কহিল আমারে
চির-জীবনের চির-পরিচিত তুমি !

রঞ্জন। দেবী, কাজ আছে মোর, চলিলাম এবে।

অরুণা। ক্ষণেক অপেক্ষা কর।
রঞ্জন ! ভেবেছিনু জীবনে কব না কারে—
কিন্তু—আর সাধ্য নাই মোর করিতে গোপন।
নাহি জানি কিবা পরিণাম,
নাহি জানি কি লাভ তাহাতে,
তথাপি কহিব আমি—

যেই ক্ষণে প্রথম দেখিনু তোমা
নাহি জানি অমৃত কি বিষ—
আকণ্ঠ ক'রেছি পান।
বুঝিতে না পারি—
সে মুহূর্ত্ত হ'তে
নরকের জ্বালা—
কিম্বা স্বর্গের আনন্দ-ধারা
আচ্ছন্ন করিয়া মোরে ক'রেছে উন্মাদ।
রঞ্জন! রঞ্জন! আমি ভালবাসি তোমা!

রঞ্জন। দেবী! অনুমানি ভুলে গেছ মোর পরিচয়।
ভুলে গেছ কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়।
সামান্য সৈনিক আমি,
অসি মাত্র সম্বল জীবনে;
আর তুমি দেব-স্তুত মহারাজ দাহির-তনয়া;
তোমার আমার মাঝে পর্ব্বতের
মহা ব্যবধান।
লোক-নিন্দা, সমাজ—

অরুণা। আর হৃদয়ের ভাষা বুঝি তুচ্ছ তার কাছে?

রঞ্জন। কিন্তু দেবী—অপাত্রে ক'রেছ তুমি
হৃদয় অর্পণ।
অন্য এক রমণীরে ভালবাসি আমি।

অরুণা। না—না—না—অসম্ভব—

এ ছলনা তোমার,
মিথ্যা কহিতেছ।

রঞ্জন। নহে মিথ্যা দেবী—
তুমি চেন সেই রমণীরে।
সুমিত্রা—তাহার নাম।

অরুণা। রঞ্জন—রঞ্জন, কহিও না আর,
উন্মাদ ক'রোনা মোরে—
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর !
সুখ যদি নাহি পাই,
সুখের স্বপন ভাল।
বেঁচে রব তারি স্মৃতি লয়ে,
সে স্বপন দিও না ভাঙ্গিয়া মোর।

[চোখে আঁচল দিয়া দ্রুত প্রস্থান।

রঞ্জন। অরুণা—অরুণা ! শোনো প্রিয়তমে !
আমি ভালবাসি—
আমি ভাল .....
না—না শুন না শুন না তুমি।
অজ্ঞাতে আমার কণ্ঠ
মিথ্যা কহিয়াছে—মিথ্যা কহিয়াছে।

(আপনার গলা টিপিয়া ধরিল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

(লছমীপ্রসাদ ও বীরভদ্রের প্রবেশ)

লছমী। ভাল বিপদেই পড়েছি এই বুড়োটাকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি এসো খুড়ো, তাড়াতাড়ি এসো—

বীরভদ্র। তুমি তো বলছো তাড়াতাড়ি যেতে—কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ এই ভীড় ঠেলে কি করে আসি বলো তো? কি ভীড় হয়েছে বাবা—জন্মে এমন ভীড় দেখিনি।

লছমী। ভীড় হবে না—ব্যাপারটা কি! এক আধটা নয়, ছুটো ছুটো যুদ্ধে পারস্যের সৈন্যদের কচু কাটা ক'রে মহারাজ রাজধানীতে ফিরে আস্‌ছেন। আজ ভীড় হবে না?

বীরভদ্র। তবে যে শুন্‌লুম, কোথাকার একটা ছোক্‌রা যুদ্ধ ক'রে শত্রুদের হটিয়ে দিয়েছে—

লছমী। আমিও তাই শুনেছি খুড়ো। রঞ্জন না-কি তার নাম। কিন্তু যাই বল খুড়ো, আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। বিশ বাইশ বছরের ছোক্‌রা যুদ্ধের কি জানে?

বীরভদ্র। যা বলেছ বাবাজী—এ রাজ্যের মহারাজ থাক্‌তে, বড় বড় সেনাপতি থাক্‌তে কোথাকার এক পুঁচকে ছোঁড়া দু'বার তরোয়াল ঘুরিয়ে সব কাজ ফতে করে দিলে, একি বিশ্বাস হয়! এই যে তোমাদের খুড়োটিকে দেখ্‌ছো বাবাজী, ছেলেবেলায়—বুঝেছ, একবার—তখন তোমাদের জন্মই হয়নি, বুঝেছ—গিয়েছিলাম একটা যুদ্ধে, বুঝেছ—তারপর সে কী যুদ্ধটাই না করেছিলাম। বুঝেছ? বল্‌লে হয় তো প্রত্যয় যাবে না, বুঝেছ—দুই হাতে দুইখানা তরোয়াল নিয়ে এমনি করে ঘুরুতে ঘুরুতে—বুঝেছ, যা যুদ্ধটা করেছিলাম বাবাজী, বুঝেছ, তোমরা তেমন যুদ্ধ করা কখনো দেখনি। বুঝেছ?

লছমী। আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসে দরকার নেই; একটু পা চালিয়ে চল দেখিনি—আগে গিয়ে ভাল জায়গায় দাঁড়াতে হবে, নইলে কিছুই দেখ্‌তে পাব না।

বীরভদ্র। তুমি বুঝি আমার সেই যুদ্ধের কথাটা বিশ্বাসই করলে না বাবাজী? আর-একবার আর-একটা যুদ্ধে, বুঝেছ—

লছমী। তোমার পায়ে পড়ি খুড়ো, বাড়ী গিয়ে তারপর বুঝিয়ে দিও—এখন দয়া করে তাড়াতাড়ি এসো।

বীরভদ্র। তুমি বাবাজী বিশ্বাসই করলে না—আচ্ছা—আর-একদিন বুঝিয়ে দেব। এই খুড়োটাকে বুঝি সহজ লোক ঠাউরেছ?

(উভয়ের প্রস্থান)

(ছদ্মবেশী রঙ্গলাল ও তাহার সহচর শোভনলালের প্রবেশ)

শোভন। কহি পুনর্ব্বার—
এখনো ফিরিয়া চল।
ছদ্মবেশ কোন মতে হইলে প্রকাশ
প্রাণ রক্ষা হবে সুকঠিন।

রঙ্গলাল। এতদিন বহু যত্নে এ প্রাণেরে রেখেছি বাঁচায়ে ;
এত অল্পে যদি প্রাণ যায়,
আক্ষেপ নাহিক মোর।

শোভন। অকারণে কেন এ বিপদ মাঝে পড়িছ ঝাঁপায়ে ?

রঙ্গলাল। অকারণে !
শুনিয়াছ বিচিত্র বারতা ;
দিগ্বিজয়ী পারস্য-বাহিনী
পরাজিত ছত্রভঙ্গ সিন্ধু-সৈন্য করে।
জান কেবা সেই দুর্ম্মদ সেনানী
যার পরাক্রমে এই অঘটন হ'লো সংঘটিত ?
রঞ্জন—আমার রঞ্জন,
স্নেহের পুত্তলী রঞ্জন আমার।
এ রাজ্যের নগরে নগরে—
প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহ হ'তে
কোটী কণ্ঠে উঠিছে কল্লোলি
মোর রঞ্জনের নাম।
শুনিতে শুনিতে বিরাট আনন্দে

বক্ষ মোর উঠিছে ফুলিয়া।
দণ্ডে দণ্ডে সর্ব্ব দেহ মোর
রোমাঞ্চিত হইতেছে অপূর্ব্ব পুলকে।
রঞ্জন—আমার রঞ্জন।

শোভন। আত্মহারা হয়ো না সর্দ্দার,
ভয় হয় পাছে কেহ শোনে তব কথা।

রঙ্গলাল কি করিব।
দুরন্ত উল্লাস—ক্ষুদ্র মোর বক্ষ মাঝে
কতক্ষণ রাখিব চাপিয়া ?
সে যে মোর পুত্র, মোর শিষ্য—
মোর নয়নের নিধি।
মোর এ কঠোর বক্ষ উপাধান করি
সে যে কতদিন নিরুদ্বেগে পড়িত ঘুমায়ে।
অধরের সুমধুর হাসিটি তাহার
আমার স্নেহের স্পর্শে উঠিত উজ্জ্বল হ'য়ে।
সকালে সন্ধ্যায় সর্ব্বক্ষণে—
আশীষ চুম্বন মোর
দুচ্ছেদ্য বর্ম্মেতে তারে করেছে আবৃত।
কত কষ্টে, কত যত্নে
শিক্ষা দিছি তারে।
আমিই যে একাধারে
পিতা মাতা—গুরু।

শোভন। তোমার এ স্নেহের উচ্ছ্বাসে—
তুমি নিজে সর্ব্বনাশ করিবে তাহার।
তার সনে সম্বন্ধ তোমার
কোনরূপে হইলে প্রকাশ
যশ, মান, খ্যাতি, অর্জ্জন করেছে যাহা—
হৃদয়ের উষ্ণ রক্ত ঢালি,
নিমিষে যে চূর্ণ হয়ে যাবে।

রঙ্গলাল। সত্য—সত্য কহিয়াছ তুমি—
একটি কথাও আর কহিব না আমি।
শুধু নিমিষের তরে দাঁড়াইয়ে দূরে
বারেক দেখিব তার গর্ব্বদীপ্ত মুখ।
তারপর মনে মনে করি আশীর্ব্বাদ
ফিরে যাবো মোর সেই নির্জ্জন কুটীরে।

(রণরাও ও চন্দ্রসেন প্রবেশ করিল)

রণরাও। আর বাপু দেরী করা যায় না। অনেক বেলা হয়ে গেছে। চল এইবার বাড়ী ফিরে চল।

চন্দ্রসেন। সে কি হে—এত কষ্ট ক'রে এসে এখন বাড়ী যাব কি? না দেখে ফিরে যাচ্ছি না।

রণরাও। কি আর দেখবে—মহারাজকে কি আর কোন দিন দেখনি?

চন্দ্রসেন। মহারাজকে তো অনেকদিন দেখেছি—কিন্তু

আমাদের সেই নূতন সেনাপতিকে তো কোন দিন দেখিনি।

রণরাও। নূতন সেনাপতির কি আর চারটা হাত বেরিয়েছে যে এই দুপুর রোদে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ? সেও তো আমাদেরই মত মানুষ।

চন্দ্রসেন। মানুষ, এ আমার বিশ্বাস হয় না—রক্ত-মাংসের শরীরে কি এত তেজ, এত বিক্রম সম্ভব? ছদ্মবেশী দেবতা—আমাদের দেশের বিপদ্ দেখে স্বশরীরে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছেন।

রঙ্গলাল। [অগ্রসর হইয়া আমার রঞ্জন—আমার—

(শোভনলাল বাধা দিল, রঙ্গলাল প্রকৃতিস্থ হইল)

রণরাও। যতটা শুনছি ততটা কিছুই নয়। সব গল্প—সব গল্প।

চন্দ্রসেন। গল্পই হোক্ আর যাই হোক্, তাকে একবার না দেখে কিছুতেই ফিরে যাচ্ছি না।

(কেতনলালের প্রবেশ)

রণরাও। কি দেখ্‌লে ভাই?

চন্দ্রসেন। আর কতদূর?

কেতন। দাঁড়াও বাবা একটা দম্ ছেড়েনি—তারপর বলছি সব কথা।

রণরাও। মহারাজকে দেখ্‌লে?

কেতন। তা আর দেখ্‌লুম না—

রণরাও। কিসে আস্‌ছেন তিনি? হাতীতে না ঘোড়াতে?

কেতন। সে আর তোমায় কি বল্‌বো ভাই—সে এক বিরাট ব্যাপার। মাথা দিয়েছেন তিনি হাতীর ওপর আর পা ছুটা রেখেছেন ঘোড়ার ওপর। মুখে বলছেন মার মার—কাট কাট। কি ভীষণ আওয়াজ রে বাবা—

চন্দ্রসেন। মাথা দিয়েছেন হাতীর উপর আর পা দিয়েছেন ঘোড়ার উপর—একি কখনো সম্ভব?

কেতন। কি—আমাকে মিথ্যাবাদী বলা! ক'টা রাজরাজড়া দেখেছ?

চন্দ্রসেন। তোমার মত হাজার গণ্ডা না দেখ্‌লেও দু' একটা দেখেছি। যাক্ সে কথা—আমাদের নূতন সেনাপতিকে দেখলে?

কেতন। সে আবার কে?

চন্দ্রসেন। যিনি এ যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের পরাস্ত করেছেন।

কেতন। মহারাজই তো যুদ্ধ ক'রে তাদের পরাস্ত করেছেন—সেনাপতি-টেনাপতি কেউ নেই।

চন্দ্রসেন। তবে দেখছি তুমি কিছুই জাননা—

কেতন। কি—আমি কিছুই জানি না! এত বড় কথা—আমাকে অপমান?

রঙ্গলাল। [অগ্রসর হইয়া] সত্য সত্যই মহাশয় আপনি কিছুই জানেন না—

কেতন। তুমি আবার কে এলে হে ফর্‌ফর্‌ করতে ?

রঙ্গ। সে যেই হই। সেই নবীন সেনাপতি না থাক্‌লে এ যুদ্ধজয় অসম্ভব হ'তো।

কেতন। অসম্ভব হ'তো—তুমি বল্‌লেই হ'লো—অসম্ভব হ'তো! কোথাকার লোক তুমি হে—যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সেনাপতি শেষাকর ছিলেন, মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন—আর তুমি বল্‌ছো সেই কোন একটা ডেঁপো ছোক্‌রা না থাক্‌লে যুদ্ধে আমাদের জয়ই হ'তো না।

রঙ্গলাল। খবরদার, তোমাদের সেনাপতি কিম্বা মহারাজের সাধ্যও ছিল না এই যুদ্ধ জয় করা।

কেতন। কী—এত বড় কথা—আমাদের সাম্‌নে আমাদেরই মহারাজের নিন্দা। কে তুমি হে ? (ছদ্মবেশ টানিয়া লইল)

রণরাও। চিন্‌তে পেরেছি—ডাকাতের সর্দ্দার—রঙ্গলাল, ধর ধর—বাঁধো বাঁধো—

(রঙ্গলালকে সকলে মিলিয়া বন্দী করিল। শোভনলাল পলায়ন করিল। সৈন্যগণের সহিত রাজা দাহিরের প্রবেশ)

রণরাও। মহারাজ! দস্যুপতি রঙ্গলাল পরিয়াছে ধরা—

দাহির। উত্তম সংবাদ।

দেহ মোরে সত্য পরিচয়—কেবা তুমি ?

[illegible]

রঙ্গলাল। শুনিয়াছ নাগরিক মুখে মোর পরিচয়,
পুনরায় জিজ্ঞাসার নাহি প্রয়োজন।

দাহির। তুমি সেই অত্যাচারী
বর্ব্বর তস্কর ?
জন্মাবধি দুর্ব্বলেরে করি নিপীড়ন
শান্ত বক্ষ ধরণীর—
নর-রক্তে ক'রেছ প্লাবিত ?
নাম শুনি তব—
আতঙ্কে শিহরি' ওঠে
এ রাজ্যের যত নরনারী।
জান তুমি—
তোমার কার্য্যের ফলে,
আরবের বিরাট বাহিনী—
শত্রু-রূপে উপস্থিত সিন্ধুর দুয়ারে!
রণ-ধূমে সমাচ্ছন্ন গগন পবন ;
স্বামীহীনা পুত্রহীনা লক্ষ-লক্ষ নারী
আর্ত্তস্বরে লুটায় ধরায়।
জগতের অভিশাপ, কুগ্রহ রাজ্যের—
কালি প্রাতে করিয়া বিচার
আদর্শ দণ্ডেতে তোমা করিব দণ্ডিত।

রঙ্গলাল। বিচারের কিবা প্রয়োজন ?
অতি গুরু অপরাধে অপরাধী আমি,

মৃত্যু দণ্ড দাও মোরে রাজা !
এ রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিয়াছি আমি ;
কিবা ফল বিলম্ব করিয়া,
এই দণ্ডে দাও মোর মৃত্যুদণ্ড রাজা !

দাহির। স্তব্ধ হও দুরন্ত তস্কর !
কালি প্রাতে রাজসভা মাঝে
সমবেত প্রজার সম্মুখে
দণ্ড তব করিব প্রচার।

নেপথ্যে— {জয় মহারাজ দাহিরের জয় !
জয় নূতন সেনাপতির জয় !}

রঙ্গলাল ঐ বুঝি আসিছে রঞ্জন !
হায় হায় নিজ দোষে
সর্ব্বনাশ করিলাম তার।
(প্রকাশ্যে) রাজা—রাজা—রাজা—
শুনিয়াছি দয়ার সাগর তুমি।
একটি মিনতি মোর,
শেষ ভিক্ষা হ'তে মোরে ক'রোনা বঞ্চিত।
আদেশ' ঘাতকে—
এই দণ্ডে বধ্যভূমে লউক আমারে।

নেপথ্যে- {জয় মহারাজ দাহিরের জয় !
জয় নূতন সেনাপতির জয় !}

দাহির। যাও, নিয়ে যাও সম্মুখ হইতে।

(রঞ্জন ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

দাহির। এস বৎস—
নাহি জানি কোন পুণ্যফলে পাইয়াছি
তোমা সম সুকৃতি সন্তানে।
শুন শুন পুত্রাধিক প্রজাবৃন্দ মোর !
এই সেই বীর যুবা,
বাহুবলে যার ছিন্ন ভিন্ন আরব-বাহিনী।
এই সেই বীর শ্রেষ্ঠ,
আরবের কবল হইতে যেবা
রক্ষিয়াছে তোমাদের ধন, প্রাণ, মান।
রঞ্জন ! শোন সুসংবাদ,
যার লাগি ঘরে ঘরে
উঠিয়াছে ঘোর হাহাকার
সেই নরাধম দস্যুপতি রঙ্গলাল
পড়িয়াছে ধরা।

রঞ্জন। বন্দী রঙ্গলাল !
কোথায় সে দস্যুপতি রাজা ?

(রাজা দাহির রঙ্গলালকে দেখাইয়া দিল।
রঞ্জন রঙ্গলালের পদতলে পড়িল)

পিতা—পিতা—পিতা মোর—

রঙ্গলাল। ওরে—ওরে—
আর তো পারি না,
এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীর আমার রঞ্জন;
দস্যুর তনয়,
নিজ বাহু বলে
জগতের বুকে আজ
করিয়াছে প্রতিষ্ঠা আপন।

রঞ্জন। পিতা—আশীর্ব্বাদে তব
মোর চেয়ে ভাগ্যবান এ জগতে কেবা!
পিতা—পিতা!
করুণার পূত মন্দাকিনী
ছড়াইয়া নয়নে আননে,
ডাক মোরে রঞ্জন বলিয়া।
একবার নাও বুকে তুলে—
ছোট শিশু রঞ্জনেরে যে নিবিড় স্নেহে
বক্ষে তব ধরিতে চাপিয়া।

রঙ্গলাল। ভগবান্—ভগবান্—
এত বড় অভিশাপ কেন দিলে মোরে,
পদতলে পড়ি মোর প্রাণের দুলাল
বক্ষে তারে তুলে নিতে নাহি অধিকার।

রঞ্জন। একি!
শৃঙ্খলিত তুমি আজ আমার সম্মুখে!

রাজা—রাজা !
জীবনে কাহারো কাছে আপনার লাগি,
কোন দিন কোন ভিক্ষা চাহি নাই আমি ;
প্রথম ভিক্ষায় মোরে ক'রোনা বঞ্চিত।
ধরি পায়,
মুক্ত করি দাও তুমি পিতারে আমার।

দাহির। একি অসম্ভব বাণী
শুনিতেছি আমি।
পিতা তব—দস্যু রঙ্গলাল ?

রঞ্জন। হ্যাঁ রাজা,
পিতা মোর দস্যু রঙ্গলাল।

রঙ্গলাল। না না—মিথ্যা কথা,
নহি—নহি আমি পিতা রঞ্জনের।

দাহির। রঞ্জন—কার কথা সত্য ?

রঞ্জন। নহে জন্মদাতা,
তবু মোর পিতা—পিতার অধিক।
রাজা—রাজা !
মুক্তি দাও—মুক্তি দাও—পিতারে আমার।

রণরাও। মহারাজ !
ছিনু আমি তিনটি পুত্রের পিতা,
কিন্তু একটিও আজি নাহিক জীবিত।
এই দস্যু তরে পুত্রহীন আমি।

চন্দ্রসেন। মহারাজ !
এ রাজ্যের মহাশত্রু এই দস্যুপতি।
এরি তরে সিন্ধুর প্রত্যেক গৃহে
আজি হাহাকার।
আমাদের সকলের নিবেদন চরণে তোমার,
দেহ শাস্তি এই নরাধমে।

রঞ্জন। মহারাজ—তোমার উত্তর ?

দাহির। সমবেত প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে
নাহি পারি মুক্তি দিতে পিতারে তোমার।
বিশেষত সিন্ধু উপকূলে
করেছে সে আরবের তরণী লুণ্ঠন।
যার ফলে অগণিত প্রিয় প্রজা মোর
রণক্ষেত্রে করিয়াছে
প্রাণ বিসর্জ্জন।

রঞ্জন। মোর মুখ চাহি
কোন মতে পারনা কি ক্ষমিতে পিতারে ?

দাহির। না।

রঞ্জন। তবে লহ ফিরাইয়া দেব
তব তরবারি ;
লহ ফিরাইয়া উষ্ণীষ তোমার—
নিজহস্তে তুমি যাহা করেছিলে দান !

[উষ্ণীষ ও তরবারি দাহিরের পদতলে ফেলিয়া দিল।]

শোন হে রাজন্ !
শোন শোন সমবেত জন-সাধারণ !
যেই অপরাধে অপরাধী করিয়া পিতারে
প্রাণদণ্ড দিতে আজি উদ্যত তোমরা—
সেই অপরাধে অপরাধী নহে মোর পিতা।
আমি নিজে সিন্ধুনদ-তীরে
করেছি লুণ্ঠন সেই আরব তরণী।
সৈন্য পুরভাগে তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে
সেনাপতি রূপে নহে মোর সত্য পরিচয় ;
মোর পরিচয় তস্কর পিতার পুত্র
লুণ্ঠনের প্রধান নায়ক।

রঙ্গলাল। রাজা—রাজা—
অবোধ বালক,
জানিত না মোর সত্য পরিচয়।
সেই রাত্রে দস্যু বলি চিনিয়া আমারে
ঘৃণায় আমারে ছাড়ি এসেছে চলিয়া।
শুভ্র কুসুমের সম
নিষ্কলঙ্ক পবিত্র হৃদয়—
ওর প্রতি হয়ো না নির্দ্দয়।

রঞ্জন। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে
আমি অপরাধী।
আমারে না বধ করি,

কারো সাধ্য নাই শাস্তি দিতে
পিতারে আমার।
রাজা—রাজা—
হান এই তরবারি বক্ষেতে আমার,
তারপর যাহা ইচ্ছা করো তুমি
পিতারে লইয়া।

রঙ্গলাল। অপরাধী আমি রাজা।
শাস্তি দাও মোরে,
পুত্র নহে কোন দোষে দোষী।

চন্দ্রসেন। মহারাজ! এই বীর যুবা তরে—
সব ক্রোধ শান্ত হইয়াছে;
কর ক্ষমা দস্যু রঙ্গলালে।

দাহির। ওঠ বৎস—
তব মুখ চাহি, ক্ষমিলাম পিতারে তোমার।

[রঞ্জন ছুটিয়া গিয়া রঙ্গলালকে জড়াইয়া ধরিল]

রঞ্জন। পিতা—পিতা!
বল এইবার—
কভু তুমি যাইবে না আমারে ছাড়িয়া!

রঙ্গলাল। ওরে—প্রাণ ছাড়ি দেহ কি রহিতে পারে?

[বক্ষে চাপিয়া ধরিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

সৈন্যদের গীত

আজি শোনিতের ধারে ভিজায়ে ধরণী
আনিয়াছি জয় গৌরব।
শত্রু দলিয়া ফিরিয়াছি ঘরে
কর সবে আজি উৎসব॥
শত্রু গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া—
পতাকা তাদের এনেছি কাড়িয়া
মাতাল মনের তালে তালে নাচে
আজি ধ্বংসের তাণ্ডব॥
শত শত বীর ক্ষীপ্ত সমরে
জীবন করেছে দান,
জীবন দিয়াছে সেই তো তাদের
সুমহান্ সম্মান,
তুচ্ছ মরণ তাহারে কি ভয়
মৃত্যুই দেয় অক্ষয় জয়
জয়ের মাল্যে বাড়িয়াছে যার
কণ্ঠের সৌষ্ঠব॥

তৃতীয় দৃশ্য

রঞ্জনের কক্ষ।

সুমিত্রার গীত

মন যে বোঝে না হায়, একি হলো দায়,
যতই বুঝাই তারে বুঝিতে না চায়।
যারে চাহে বুকে জুড়ে, সে রহে তফাতে দূরে,
তবুও সে পড়ে ধরা তাহারই মায়ায়॥

(রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন। সুমিত্রা—পিতা কোথা ?

সুমিত্রা। নাহি জানি আমি।
রঞ্জন, কাজ নাই এই কাল-রণে।
গত যুদ্ধে দেখিয়াছি—
প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি
যুদ্ধক্ষেত্র কিবা।
সঙ্কল্প করেছি স্থির—
ধরা দিব আমি,
হোক্ এই যুদ্ধ অবসান !

রঞ্জন। অবোধ বালিকা—
তুমি ধরা দিলে হইবে না যুদ্ধ অবসান।
এই যুদ্ধ নহে ব্যক্তিগত।

এক মহা জাতির বিরুদ্ধে
আর একটি জাতির অভিযান,
ভবিষ্যৎ ইতিহাসে যুগান্তর আনিবে নিশ্চয়।
যদি যুদ্ধে জয়ী হই মোরা—
হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্ম
এসিয়ার সুদূর প্রান্তেও হইবে ধ্বনিত।
কিন্তু যদি হয় পরাজয়—
তবে স্থির জেনো,
এই মুস্লিম ধর্ম্ম,
অদূর ভবিষ্যে ভারতের সর্ব্বস্থানে
আপন গরিমা তার করিবে প্রচার।
সুমিত্রা—কোন গ্লানি রাখিও না
অন্তরে তোমার।
এই যুদ্ধ অনিবার্য্য—
তুমি উপলক্ষ মাত্র।

সুমিত্রা। রঞ্জন—
আশঙ্কায় মোর প্রাণ
বার বার উঠিছে শিহরি ;
কেন মনে হইতেছে মোর—
এই কাল-রণে তোমারে হারাব আমি।
রঞ্জন! ধরি পায়—
এ যুদ্ধে যেওনা তুমি।

রঞ্জন। সুমিত্রা—কোথা ব্যথা মোর
সবি জান তুমি ;
বিশাল এ জগতের মাঝে
আপন বলিতে কেহ নাই—
কিছু নাই মোর।
সমাজের বুকে বসি
ভিক্ষুকও সগর্ব্বে পারে
দিতে তার বংশ-পরিচয় ;
কিন্তু আমি পরিচয়হীন,
ঘৃণ্য সমাজের।

সুমিত্রা। রঞ্জন !

রঞ্জন। যুদ্ধক্ষেত্র আমার সমাজ
অসির ফলকে মোর পিতৃ-পরিচয়।
একমাত্র যুদ্ধ সত্য—
আর সব মিথ্যা মোর কাছে।

সুমিত্রা। রঞ্জন !

রঞ্জন। জানি তুমি স্নেহ কর মোরে ;
প্রতিষ্ঠার পথে মোর
হয়ো না কণ্টক।

সুমিত্রা। বেশ—তবে তাই হোক্।
আজি হতে হৃদয়েরে করিব পাষাণ ;
হাসিমুখে সকলি সহিব।

রঞ্জন—
ভাল ক'রে ভেবে তুমি দেখিও একাকী,
মিছে তুমি ঘুরিতেছ মিথ্যার পিছনে।

[প্রস্থান।

রঞ্জন। মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা—
এ জগতে সব মিথ্যা।
মিথ্যা আমি—মিথ্যা ঐ রাজার উষ্ণীষ,
মিথ্যা ঐ রাজ-সিংহাসন,
মিথ্যা ঐ রাজার সম্মান ;
হিংস্র শার্দ্দুলের সম সমগ্র মানব
ক্ষুধিত ব্যাকুল নেত্রে
যার পানে রয়েছে চাহিয়া।
মিথ্যা শিক্ষা, মিথ্যা দীক্ষা,
মিথ্যা যত বাসনা কামনা—
যার লাগি অবিরাম যুদ্ধ করি
ভ্রান্ত নর আপনায়ে করিছে বিক্ষত।
কোথা সত্য—কিবা সত্য,
কে বলিবে মোরে !

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গলাল। রঞ্জন !
রঞ্জন। পিতা !

রঙ্গলাল। বিষণ্ণ কি হেতু পুত্র ?
কি হয়েছে ?

রঞ্জন। কিছু তো হয়নি পিতা।
আশীর্ব্বাদে তব
যশ, মান, খ্যাতি, অর্থ—
যার তরে মানব ভিক্ষুক,
সব আজি আয়ত্তে আমার।
কিন্তু পিতা—
পার কি ফিরায়ে নিতে সব শিক্ষা তব ?
পার কি নিভাতে সেই উচ্চাশার
তীব্র বহ্নি শিখা—
সযতনে শিশুকাল হ'তে
স্বহস্তে জ্বেলেছ যাহা রঞ্জনের বুকে ?
পার কি করিতে মোরে অবোধ অজ্ঞান,
পারিবে কি নিয়ে যেতে মোরে
সেই দূর নির্জ্জন কাননে—
সমাজের বিষাক্ত নিশ্বাস
যেথা পারে না পশিতে ?

রঙ্গলাল। পুত্র—কেন এই ভাবান্তর আজি ?

রঞ্জন। কেন—কেন ?
নিজ পরিচয় দিতে অক্ষম যে জন,
কি যে ব্যথা তার—

একমাত্র সে-ই জানে।
কোন মতে পারিতাম যদি
জানিবারে পিতার সন্ধান,
হ'লেও সে এ রাজ্যের দীনতম প্রজা,
ভিক্ষালব্ধ অন্নে তার জীবন যাপন,
তবু শির উচ্চ করি
দাঁড়াইতে পারিতাম মানব-সমাজে।
সর্ব্বস্বের বিনিময়ে
পারি না কি জানিবারে পিতৃ-পরিচয় ?

রঙ্গলাল। স্থির হও, আজি তোমা কহিব সে কথা।

রঞ্জন। পিতা—

রঙ্গলাল। শোন বৎস—
বহুদিন ভাবিয়াছি শোনাব তোমারে
অভিশপ্ত জীবনের ইতিহাস মোর,
কিন্তু এক দুর্নিবার দুর্ব্বলতা আসি
করিয়াছে কণ্ঠরোধ।
সাক্ষাৎ মৃত্যুরে পারি বরণ করিতে
কিন্তু ঘৃণা তোর সহিতে পারি না।

রঞ্জন। সেকি পিতা—
আমি ঘৃণা করিব তোমারে ?

রঙ্গলাল। শোন পুত্র—
শোন মোর অতীতের কথা।

তখন যুবক আমি,
হৃদয়ে অদম্য শক্তি
প্রাণে মোর সীমাহীন আশা।
শক্তিপুর রাজ্য মাঝে নগরের উপকণ্ঠে
ক্ষুদ্র মোর গৃহখানি।
অধিষ্ঠাত্রী দেবী তার—
প্রিয়া মোর প্রেমের প্রতিমা,
ক্রোড়ে তার শিশুপুত্র নয়ন-আনন্দ
শঙ্কর তাহার নাম।
স্বরগের সকল সুষমা
পড়েছিল ঝরি সেই সুখনীড় পরে ;
কিন্তু অত সুখ সহিল না
ভাগ্যে অভাগার।
ধন-গর্ব্বে গর্ব্বী এক বিলাসী বণিক
মিথ্যা এক অপরাধে অভিযুক্ত করিল আমারে
শক্তিপুর রাজার নিকটে।
শক্তিপুর রাজা
কারাদণ্ড দিল মোরে পঞ্চ বর্ষ তরে।
আছাড়িয়া পড়িনু ভূতলে,
কাতরে কহিনু কত—
অভাবে আমার,
পত্নীপুত্র অনাহারে ত্যজিবে জীবন।

কোন কথা না শুনিল কানে ;
বিন্দুমাত্র দয়া তার নাহি উপজিল—
গেনু কারাগারে।

রঞ্জন। তারপর—তারপর পিতা ?

রঙ্গলাল। দীর্ঘ পঞ্চ বর্ষ পরে—
লভিলাম মুক্তির আলোক।
রুদ্ধশ্বাসে ছুটিলাম
গৃহ পানে মোর।
দেখিলাম শূন্য গৃহখানি
আছে পড়ি পরিত্যক্ত শ্মশানের সম।
শঙ্কর—শঙ্কর বলি—
চীৎকার করিনু কত,
কেহ তার দিল না উত্তর।
শুধু তার প্রতিধ্বনি
মর্ম্মভেদী হাহাকারে
বাতাসে মিশায়ে গেল।
দুই হস্তে দীর্ণ বক্ষ চাপি—
ভূমিতলে পড়িনু লুটায়ে।

রঞ্জন। কি হ'ল তাদের, কোথা গেল তারা ?

রঙ্গলাল। অনাহারে পলে পলে
চির শান্তি লভিয়াছে মরণের কোলে।

রঞ্জন। তারপর—তারপর পিতা ?

রঙ্গলাল। চাহিনু বিহ্বল নেত্রে দূর আকাশের পানে,
দেখিনু সেথায়
অগ্নির অক্ষরে যেন রহিয়াছে লেখা—
'লহ প্রতিশোধ' ;
ফিরাইনু দৃষ্টি নিজ হৃদয়-কন্দরে,
সেথায়ো দেখিনু প্রলয়ের ঘনঘোর
অন্ধকার ভেদি সুস্পষ্ট উঠিছে ফুটি,
অই এক কথা—'লহ প্রতিশোধ !'
সেই ক্ষণ হ'তে
প্রতিহিংসা হ'ল মোর জীবনের ব্রত।
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য আমি—
দস্যুদল করিনু গঠন।
অবিলম্বে মিলিল সুযোগ।
একদিন সন্ধ্যাকালে শক্তিপুর
সীমান্ত প্রদেশে—
পাইনু রাজারে,
সঙ্গে রাণী আর দুই বছরের শিশু
একমাত্র বংশধর তার।
সঙ্গীগণ সহ ভীম বেগে আক্রমণ
করিলাম তারে।
প্রচণ্ড আঘাতে রক্ষি যারা ছিল
ভাসি গেল স্রোতে তৃণ সম,

কবলিত কণ্ঠ তার লৌহ-হস্তে মোর।
রক্ষা তরে স্বামীর জীবন,
পত্নী তার পদতলে পড়িল লুটায়ে।
অকস্মাৎ উঠিল ফুটিয়া নয়নের পথে মোর
নারীমূর্ত্তি এক—
রোগে শোকে অনাহারে শীর্ণ দেহখানি,
শঙ্করের মাতা বলি চিনিনু তখনি।
তীক্ষ্ণ ধার ছুরি রমণীর বক্ষ-রক্তে
হইল রঞ্জিত।
তারপর খণ্ড খণ্ড করি
সেই ক্ষত্রিয় অধমে
উষ্ণ রক্তে করিলাম হিংসার তর্পণ

রঞ্জন। উঃ কি ভীষণ!

রঙ্গলাল। সহসা হেরিনু চাহি পদতলে মোর
আছে পড়ি ক্ষুদ্র সেই শিশু,
আকাশে বাড়ায়ে তার ক্ষুদ্র বাহু দুটি
কাঁদিতেছে মা'র কোল লাগি।
পুনঃ ছুরি উর্দ্ধেতে উঠিল—
কিন্তু কি আশ্চর্য্য!
মুখপানে চাহিতে তাহার
ঠিক যেন মনে হ'ল শঙ্কর আমার।
ছুঁড়ে ফেলে দিনু ছুরি;

দু'হাত বাড়ায়ে,
আকুল আগ্রহে তারে নিনু বক্ষে তুলি।

রঞ্জন। পিতা—কোথা সেই ভাগ্যহীন শিশু ?

রঙ্গলাল। রঞ্জন—তুমি—
তুমি সেই ভাগ্যহীন শিশু।

রঞ্জন। আমি ?

রঙ্গলাল। হ্যাঁ তুমি।
হও দৃঢ়—হয়ো না উদ্বেল।
ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি,
ক্ষত্র রক্ত প্রবাহিত শিরায় ;
রঞ্জন—রঞ্জন—
পিতৃ-হত্যাকারী মাতৃহত্যাকারী তব
দাঁড়ায়ে সম্মুখে।
লৌহ-করে ধর এই শাণিত ছুরিকা,
লোল বক্ষ দিনু পাতি সম্মুখে তোমার,
নৃশংস হত্যার লহ পূর্ণ প্রতিশোধ,
উত্তপ্ত শোণিতে কর আত্মার তর্পণ।

[রঞ্জন উত্তেজিত অবস্থায় ছুরিকা লইল—তারপর হঠাৎ ছুরিখানি দূরে নিক্ষেপ করিল]

রঞ্জন। পিতা—পিতা!

[রঙ্গলালকে জড়াইয়া ধরিল ; রঙ্গলাল সস্নেহে রঞ্জনকে আশীর্ব্বাদ করিল]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ-অলিন্দ।

দাহির ও অরুণা।

অরুণা। এখনি চলে যাবে পিতা?

দাহির। হ্যাঁ মা, এখনই যেতে হবে।

অরুণা। বাবা—

দাহির। কি মা!

অরুণা। কাল রাত্রে দেখিয়াছি এক স্বপন ভীষণ,
তাই যুদ্ধে যেতে দিতে শিহরি উঠিছে প্রাণ;
আমার মিনতি রাখ—এ যুদ্ধে যেওনা তুমি।

দাহির। এ যে অসম্ভব মাগো।
আমি রাজা—এ রাজ্যের কর্ণধার,
পিতা প্রজাদের।
আমার আদেশে তারা—
জনে জনে প্রাণ দেবে সমর অনলে,
আর আমি রাজা হ'য়ে
নিশ্চিন্তে বসিয়া রব অন্তঃপুর মাঝে!

অরুণা। তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।

দাহির। না—না—অসম্ভব অনুরোধ করিও না মাতা।

সুকোমল প্রাণ তব—
পারিবেনা দেখিবারে সে দৃশ্য ভীষণ।

অরুণা। বাবা—আমি জানি প্রাণ তব কত যে করুণ।
সামান্য পশুরে তুমি কোনদিন করনি আঘাত।
তুমি যদি নিজ হস্তে
মানুষের বুকে হানিবারে পার তরবারি
বহাইতে পার যদি শোণিত প্রবাহ
উচ্ছ্বসিত তটিনীর মত,
তবে ক্ষত্রিয় রমণী আমি রাজার দুহিতা
আমি কি পারি না
সে দৃশ্য দেখিতে শুধু দাঁড়াইয়া দূরে!

দাহির। চিরশান্ত স্নেহময়ী জননী আমার
বৃথা অনুরোধ করিও না মোরে।

অরুণা। (রুদ্ধ কণ্ঠে) বাবা!

দাহির। কি আছে অদৃষ্টে
একমাত্র জানে বিশ্বনাথ।
সাধ ছিল—
শেষাকর সনে তোমার বিবাহ দিয়া
নিশ্চিন্ত হইব আমি।
শোন মা অরুণা,
যদি দৈব বিড়ম্বনে
কভু আর নাহি ফিরি সমর হইতে

শেষাকরে ভুলিও না কভু।
ধীর স্থির বীর্য্যবান উদার সরল ;
তাহার আদেশ ছাড়া কোন দিন করিও না কিছু।
ভুলিও না কভু
শেষাকর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে তব,
নারীধর্ম্ম রক্ষিয়াছে শৈলেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গনে।
তারে ছাড়া অন্য কারে আত্মদান করিও না তুমি।
সৈন্যগণ প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিছে ওই
আর যে মা বিলম্ব করিতে নারি ;
থেকো সাবধানে।

(দাহিরের প্রস্থান)

অরুণা। তোমার আদেশ—তোমার আদেশ—
পিতা ! হোক না সে যতই কঠোর
তবু—তবু আমি পালিব নিশ্চয়।
কে সে রঞ্জন—কে সে আমার !
রাজার নন্দিনী আমি—
আমি কেন ভালবাসিব তাহারে ?
সে তো নিজে কহিয়াছে ভালবাসে সুমিত্রারে ;
তবে আমি কেন করজোড়ে প্রেম ভিক্ষা করিব তাহার !
বংশ পরিচয় হীন উদ্ধত দুর্ম্মুখ ;
ঘৃণা করি—ঘৃণা করি—
অন্তরের সাথে আমি ঘৃণা করি তারে।

কোন অপরাধে অপরাধী নহে শেষাকর ;
সুন্দর উদার আবাল্যের সহচর মোর—
প্রাণ দিয়া ভালবাসে মোরে।
কেন—কেন ভালবাসিব না তারে !
পিতার আদেশ—
আজি হ'তে সেই মোর আরাধ্য দেবতা।

(রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন। দেবী ! আসিয়াছি আমি।

অরুণা। আছে কিছু প্রয়োজন আমার নিকট ?

রঞ্জন। এতদিন পরে
জানিয়াছি মোর পিতৃ পরিচয়,
এতদিনে জানিয়াছি কোন জাতি—
কোন বংশে জনম আমার ;
তাই মোর জীবন প্রভাতে
সব কাজ ফেলি—
তোমার দুয়ারে দেবী আসিয়াছি ছুটি।
শোন শোন দেবী—
ক্ষত্র বংশে জনম আমার
শক্তিপুর রাজার নন্দন আমি।

অরুণা। সত্য ?

রঞ্জন। সরাইয়া নৈশ অন্ধকার,
উষা অন্তে প্রাচীমূলে তরুণ তপন

অস্ফুট আলেখ্যসম ফুটে ওঠে যবে,
প্রকৃতির উপাসক তখন যেমন
নির্নীমেষে চেয়ে থাকে আপনা হারায়ে,
সেই মত হে প্রিয়া আমার—
এতদিন ধরি নীরব পূজারী সম
এক মনে এক ধ্যানে চেয়েছি তোমারে।

অরুণা। মিথ্যা কথা।
তুমি নিজে কহিয়াছ—সুমিত্রারে ভালবাস তুমি।

রঞ্জন। মিথ্যা কথা দেবী—মিথ্যা কথা,
সুমিত্রারে কল্পনাতে কোনদিন বাসি নাই ভাল।
এতদিন জানিতাম—
পরিচয় হীন সমাজ কলঙ্ক আমি।
তাই তোমার মঙ্গল তরে,
সেই সন্ধ্যাকালে মিথ্যা কয়েছিনু।
এ জগতে তুমি ছাড়া অন্য কোন রমণীরে
প্রেম চক্ষে দেখি নাই কভু।
তুমি শুধু একবার দেহ অনুমতি
মহারাজ পাশে ভিক্ষা মাগি লইব তোমারে।

অরুণা। অসম্ভব।

রঞ্জন। নহে অসম্ভব দেবী।
মহারাজ স্নেহ করে মোরে,
ভিক্ষা মম হবে না নিষ্ফল।

অরুণা। বৃথা চেষ্টা করনা রঞ্জন।
আছে কোন মহা অন্তরায়।

রঞ্জন। অন্তরায় !
দেবী তুমি শুধু একবার কহ ভালবাস মোরে—
তারপর দেখিব সে কিবা অন্তরায়।
কোন বাধা পারিবেনা রোধিতে আমারে।

অরুণা। বৃথা চেষ্টা তব,
(অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া)
রঞ্জন—তোমারে চাইনা আমি !

রঞ্জন। আমারে চাওনা তুমি !
সেই দিন সন্ধ্যাকালে
তুমি নিজে কয়েছিলে মোরে—

অরুণা। অবোধ বালিকা আমি
তাই পারি নাই বুঝিবারে আপনার মন।
ক্ষমা—ক্ষমা কর মোরে ;
মিনতি আমার—
কোন দিন আসিও না সম্মুখে আমার।
রঞ্জন—রঞ্জন—আমি ভাল নাহি বাসি—
কোন দিন পারিব না ভালবাসিতে তোমারে।

রঞ্জন। নিষ্ঠুর রমণী—সত্য যদি তাই হয়,
কেন তবে সেইদিন সন্ধ্যাকালে
মোর সনে করেছ ছলনা ?

কেন তবে ব্যথিত ব্যাকুল ব্যাগ্র আঁখি হ'তে তব
ঝরেছিল অনাবিল প্রেমের ঝরণা !
কেন তুমি না চাহিতে এসেছিলে মন্দিরে আমার
গোপন চরণ পাতি অজ্ঞাতে নীরবে !
পুরুষের প্রাণ বুঝি পাষানেতে গড়া,
পুরুষের বুকে বুঝি বাজে নাকো ব্যথা
ঠিক তোমাদেরি মত ?
তাই তার প্রাণ লয়ে খেলা কর তুমি ?

অরুণা। রঞ্জন—রঞ্জন
চলে যাও—যাও চলে
এখানে থেকোনা আর।
বোঝ নাকি কত কষ্ট হইতেছে মোর !

রঞ্জন। যখনি শুনিনু আমি পিতৃ পরিচয়,
আঁখির সম্মুখে মোর উঠিল ফুটিয়া—
স্বচ্ছতোয়া কল্লোলিনী তটিনীর পারে
লতা-কুঞ্জে ঘেরা ছোট কুটীর আমার ;
স্নিগ্ধোজ্জ্বল শারদের রূপালী জোছ্না
দিকে দিকে আপনারে দিয়াছে বিছায়ে,
চারিদিকে ফুটিয়াছে চামেলী কেতকী,
আর তার মাঝে তুমি মোর আজন্মের প্রিয়া
মর্ত্তের মাঝারে স্বর্গ করেছ রচনা।
একি সব—সব মিথ্যা কথা !

অরুণা। নিষ্ঠুর পুরুষ—
বোঝ নাকি রমণীর মরমের ভাষা ?
বোঝ নাকি—বোঝ নাকি—
না—না যাও—চলে তুমি যাও।

রঞ্জন। হ্যাঁ যাইতেছি—
যুদ্ধে চলিলাম দেবী।
বুঝিতেছি আসিয়াছে মহা আহ্বান আমার—
এ জীবনে তব সনে কভু আর হইবে না দেখা।
কিন্তু একটী মিনতি মোর ভুলিও না দেবী,
যখনি শুনিবে মোর মরণের কথা—

(অরুণার অস্ফুট ক্রন্দন)

ওকি কাঁদিতেছ ?
তুমিও ফেলিছ অশ্রু আমার লাগিয়া ?
অরুণা—অরুণা—
ওই উচ্ছ্বসিত আঁখিধারা তব—
মরণের পরে হতভাগ্য জীবনের
একমাত্র সান্ত্বনা আমার।

(প্রস্থান)

অরুণা। ওগো প্রিয়—ওগো প্রিয়তম
ব্যর্থ করি নাই শুধু জীবন তোমার
আজি হতে ব্যর্থ হলো আমারো জীবন ;

তুমি তো জানোনা প্রিয়
এ নহে উপেক্ষা মোর।

(দূরে অশ্বপদ ধ্বনি)

ওই ওই যুদ্ধে চলে গেল,
জীবনে হয়তো দেখা হবে নাকো আর।
হে প্রিয় আমার—হে মোর দেবতা—
অন্তরের কথা মোর বোঝ নাকি তুমি
বাহিরের ভাষা আজি তাই সত্য হলো!

(শেষাকরের প্রবেশ)

শেষাকর। একি! কাঁদিতেছ!
কিছু দিন ধরি লক্ষ্য করিয়াছি
নহ সুখী তুমি;
হৃদয়ের মাঝে এক দ্বন্দ্ব অবিরাম
প্রতি পলে বিক্ষত করিছে তোমা।
ওই বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া
আমারো যে দুই চোখ জলে ভরে আসে।
বিশ্বাস করহ আমি হিতাকাঙ্ক্ষী তব—
চির বন্ধু আমি;
সত্য করি কহ মোরে কেন এ রোদন?

অরুণা। সত্য যদি বন্ধু তুমি মোর
হান ওই তরবারি বক্ষেতে আমার
কৃতজ্ঞতা ঋণ হতে মুক্তি দাও মোরে।

শেষাকর। এতদিনে বুঝিলাম কিবা তব ব্যথার কারণ;
তুমি নাহি ভালবাস মোরে,
শুধু কৃতজ্ঞতা লাগি —
চেয়েছিলে বিবাহ করিতে।
অরুণা — অরুণা—
কঠোর সৈনিক আমি, শাস্ত্র-ধর্ম্ম কিছু নাহি জানি ;
কিন্তু তবু — তবু তোমার সুখের তরে
আপনার সুখ হাসি মুখে দিব বিসর্জ্জন।
শৈলেশ্বর মন্দির সম্মুখে
বিধর্ম্মী কবল হতে রক্ষিয়াছি তোমা
হেন কথা কভু কহিনি তোমারে ;
নহি আমি—
অন্য একজন সেইদিন রক্ষেছিল তোমা।

অরুণা। নহ তুমি !
শীঘ্র কহ কেবা সেইজন ?

শেষাকর। রঞ্জন।

অরুণা। রঞ্জন !
শেষাকর—
আমি নিজে মৃত্যুবান হানিয়াছি বক্ষেতে তাহার
ফেরাও— ফেরাও তারে।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

যুদ্ধস্থল—বনের একাংশ

রঞ্জন একাকী

রঞ্জন। অই—অই – সৈন্যগণ করে মহারণ
মহারাজ প্রাণপনে নিবারিতে নারে
অই বীরশ্রেষ্ঠ শেষাকর—
যুঝিতেছে প্রবল বিক্রমে।
রক্ষাতরে ভারতের মান
একে একে প্রাণ দিছে সবে,
আর আমি রয়েছি দাঁড়ায়ে
নির্জ্জন বনের প্রান্তে পুত্তলিকা সম!
সত্যই কি আমি সেই আগের রঞ্জন—
কিম্বা কঙ্কাল তাহার!
এত চেষ্টা করিতেছি—
তবু দৃঢ় করে অসি আর পারিনা ধরিতে,
ঈশ্বর—ঈশ্বর—
কেন তুমি শক্তিহীন করিলে আমারে!

[একটী মুসলমান সৈন্য প্রবেশ করিয়া দূর হইতে রঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল। সুমিত্রা "রঞ্জন সাবধান" বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বর্শা সুমিত্রার বক্ষ বিদ্ধ করিল, রঞ্জন বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া সেই সৈন্যটিকে হত্যা করিল]।

রঞ্জন। সুমিত্রা—সুমিত্রা—

সুমিত্রা! রঞ্জন—

রঞ্জন। সুমিত্রা—
কেন তুমি বাঁচাইলে মোরে,
কেন মোর তুচ্ছ প্রাণ তরে—
স্বইচ্ছায় মরণেরে করিলে বরণ?

সুমিত্রা। কেন?
পরলোকে যদি দেখা হয়
তখন কহিব, নহে ইহলোকে।
রঞ্জন—
আরো কাছে নিয়ে এস মুখখানি তব
বল অন্তিম বাসনা মোর করিবে পূরণ।

রঞ্জন। বল—বল—

সুমিত্রা। আমার মৃত্যুর পর শীতল অধরে মোর—
ওঃ—রঞ্জন—রঞ্জন— (মৃত্যু)

রঞ্জন। সুমিত্রা—সুমিত্রা—সব শেষ।
অভাগিনী তুমি চলে গেলে
কিন্তু চিরজীবনের মত—
অপরাধী করে গেলে মোরে।
স্বর্গের দুয়ারে দেবী—দাঁড়াও ক্ষণেক
লহ মোর নয়নের তপ্ত আঁখি ধারা,
লহ মোর হৃদয়ের পূর্ণ কৃতজ্ঞতা।

(বেগে রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গলাল। রঞ্জন—রঞ্জন—
এ কে? সুমিত্রা!

রঞ্জন। রক্ষিতে আমারে—
গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রে হয়েছে নিহত।

রঙ্গলাল। অভাগিনী।
রঞ্জন—শেষাকর নিহত সমরে—
ছত্রভঙ্গ দক্ষিন বাহিনী।

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি আল্লা হো আকবর)

ওই শোন—
বিপক্ষের জয়ধ্বনি ওঠে ঘন ঘন;
নায়ক বিহীন
অসহায় ক্ষত্রসেনা করে পলায়ন
মহারাজ প্রাণপণে নিবারিতে নারে।

রঞ্জন। পিতা যাও শীঘ্র—
রক্ষা কর মহারাজে।

রঙ্গলাল। বৃদ্ধ আমি—
আমা হতে সেই কার্য্য হইলে সম্ভব
ত্যাজি রণ
নাহি আসিতাম ছুটী তোমার সকাশে।

রঞ্জন। কি দারুণ অবসাদে
দেহ মন আছন্ন আমার,

বার বার চেষ্টা করিয়াছি
কিন্তু দৃঢ় ক'রে অসি আর পারি না ধরিতে।

রঙ্গলাল। ছিঃ—ছিঃ – ছিঃ
এতদূর অধোগতি হয়েছে তোমার—
মনুষ্যত্ব হারায়েছ তুচ্ছ নারী তরে!
দক্ষিণের ভার সমর্পন করিয়া তোমারে
নিশ্চিন্ত রয়েছে রাজা।
আর তুমি লজ্জাহীন—
নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছ নির্জ্জন কাননে!
ছিন্ন ভিন্ন দক্ষিণ বাহিনী—
শৈথিল্যে তোমার কি দারুণ পরাজয়
ভারতের আজ।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

কি সংবাদ ?

সৈনিক। ঘটিয়াছে সর্ব্বনাশ;
মহারাজ নিহত সমরে
ছত্রভঙ্গ সেনাদল।

রঙ্গলাল। ভয় নাই—যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান)

রঞ্জন—রঞ্জন
এখনো সময় আছে;
ক্ষনিকের এই অবসাদ

দূর করে দাও,
মুছে ফেল অশ্রুজল
ভেঙ্গে ফেল মোহের শৃঙ্খল,
উন্মুক্ত কৃপাণ করে
ক্ষুধিত শার্দ্দুল সম
উল্কা বেগে শত্রুবুকে পড় ঝাঁপাইয়া।
রক্ষা কর ক্ষত্রিয় গৌরব
রক্ষা কর ভারতের মান।

ন। সত্য—সত্য কথা কহিয়াছ পিতা
ক্ষত্রিয় কলঙ্ক আমি।
দুর্ব্বলতা হৃদয় কম্পন—
যাও দূর হয়ে যাও হৃদয় হইতে।

(তরবারী কুড়াইয়া লইল)

বিশ্বনাশী মহাকাল তাণ্ডব নর্ত্তনে
তাথৈ তাথৈ থৈ নাচিবে সমরে,
এস পিতা—সাক্ষী রবে তার।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

দাহিরের রাজধানী আলোয়ারের সম্মুখে অবস্থিত আরব শিবির।
আরব সেনাপতি মহম্মদ বীন কাশিম উপবিষ্ট।
নর্ত্তকীরা নৃত্যগীত করিতেছিল।

নর্ত্তকীদের গীত

ভরপুর পেয়ালা মশ্‌গুল্ মন গো
ঘুঙ্‌ঘুরে রুণু ঝুনু গান ঝরে শোন্ গো
দ্রুত চরণ-ঘায়,ছন্দ সে চমকায়,
সারা দেহে মুরছায় তরঙ্গ-ভঙ্গ।
সাকি তোর আঁখি তলে হরিণের দৃষ্টি,
দুটি চোখে চেয়ে কর স্বরগের সৃষ্টি,
সুচপল নৃত্যে আয় নেবে চিত্তে,
নব তনু ফিরে পাক, দগ্ধ অনঙ্গ।

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

কাশিম। কি সংবাদ ইব্রাহিম ?

ইব্রাহিম। সঠিক সংবাদ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

কাশিম। (চিন্তিত ভাবে) হুঁ। এক মাসের উপর দুর্গ অবরোধ করে বসে আছি, কিন্তু সহস্র চেষ্টা ক'রে দুর্গের কাছেও এগুতে পারছিনা। দাহির, সেনাপতি শেষাকর দুজনেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে ; ভেবেছিলাম রাজধানী অধিকার করতে একটুও

বিলম্ব হবে না। কিন্তু—হ্যাঁ হিন্দু সৈন্যরা কার নেতৃত্বে যুদ্ধ করছে সংবাদ পেয়েছ ?

ইব্রাহিম। পেয়েছি সেনাপতি—তার নাম রঙ্গলাল।

কাশিম। রঙ্গলাল! কই নাম শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। কে সে ?

ইব্রাহিম। তার সত্য পরিচয় কেউ জানে না। কিছুদিন পূর্ব্বেও দস্যুবৃত্তি তার উপজীবিকা ছিল। সিন্ধু উপকূলে সেই-ই আমাদের বাণিজ্য তরণী লুণ্ঠন করেছিল—তারই ফলে ভারতবর্ষে আজ আরবের বিজয় অভিযান সুরু হয়েছে।

কাশিম। তাহ'লে দেখছি আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ।

ইব্রাহিম। কৃতজ্ঞ!

কাশিম। নিশ্চয়। সেই মহাপুরুষ দয়া ক'রে আমাদের তরণী লুণ্ঠন না করলে—ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য এত শীঘ্র আমাদের হ'তোনা।

ইব্রাহিম। হ্যাঁ—এ কথা সত্য।

কাশিম। মহাপুরুষটীর হঠাৎ বৈরাগ্যের কারণ কি? হঠাৎ তিনি তার স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রাজধানীতে এলেন কেন—আর হিন্দু সৈন্যদের ভাগ্য-বিধাতা হ'য়ে বসলেন কি করে ?

ইব্রাহিম। আমি কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছি। সব ঘটনাটাই যেন কেমন একটা রহস্যের অন্ধকারে ঢাকা। এদের সেই নূতন সেনাপতি রঞ্জনের কথা মনে আছে ?

কাশিম। মনে নেই! সেদিনকার যুদ্ধে শেষাকর আর রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর হিন্দু সৈন্যরা যখন ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়লো—ভাবলাম জয় মুষ্ঠিগত। অকস্মাৎ সেই পলায়নপর হিন্দু সেনাদল কি এক দৈব প্রেরণায় উদ্দীপিত হ'য়ে অমিত-তেজে ফিরে দাঁড়াল। চেয়ে দেখি একটা তেজস্বী অশ্বের উপর এক অপূর্ব্ব যুবক। সুদীর্ঘ গঠন—উন্নত ললাট—চোখে তার অগ্নির দৃষ্টি—কণ্ঠে তার বজ্রের হুঙ্কার। আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ চললে আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য ছিল। কিন্তু মেহেরবান খোদার কৃপায় যুবক দূর হ'তে নিক্ষিপ্ত এক বর্শায় আহত হ'য়ে অশ্ব থেকে পড়ে গেল। আমি ঠিক দেখেছি, কে একজন তার সেই পতনোন্মুখ দেহটাকে দৃঢ় হস্তে ধরে ফেললো।

ইব্রাহিম। মনে হয় সেই-ই রঙ্গলাল।

কাশিম। রঞ্জনের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?

ইব্রাহিম। রঙ্গলাল পিতৃ-মাতৃহীন রঞ্জনকে বাল্যকাল থেকে পুত্রের মত পালন করে। রঞ্জন জানতো রঙ্গলালই তার পিতা কিছুদিন আগে সে জানতে পারে যে রঙ্গলাল তার পিতা নয়, আর হীন দস্যুবৃত্তি তার উপজীবিকা। ঘৃণায় তখন সে রঙ্গলালকে ছেড়ে চলে আসে। তারপর নিজের শৌর্য্যে সিন্ধুর সেনাপতি হয়। স্নেহান্ধ রঙ্গলাল দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে রঞ্জনের কাছে ফিরে আসে।

কাশিম। তোমার কাহিনীটি চমৎকার ইব্রাহিম। বিশ্বাস-যোগ্য না হ'লেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

ইব্রাহিম। আর কতদিন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবো ?

কাশিম। তুমি তো জান ইব্রাহিম, বার বার আক্রমণ ক'রে শুধু পরাজয়ের সংখ্যাই বাড়িয়েছি।

ইব্রাহিম। কিন্তু এই প্রতীক্ষায় ওদের শক্তি বাড়ছে।

কাশিম। কিন্তু আমি জানি—শক্তি ওদের কমছে।

ইব্রাহিম। কমছে!

কাশিম। হ্যাঁ। আমি সংবাদ পেয়েছি, দুর্গে রসদের অভাব হয়েছে।

ইব্রাহিম। কিন্তু শুনেছি হিন্দুরা নাকি বেলপাতা খেয়ে একমাস থাকতে পারে!

কাশিম। (চিন্তিত ভাবে) দুর্গের ভেতর সে গাছ আছে নাকি ?

ইব্রাহিম। ওদের ধর্ম্ম উপবাসের ধর্ম্ম, অনাহারে ওরা মরবে না।

কাশিম। (হাসিয়া) বল কি ইব্রাহিম! আমি বলছি ওরা মরবে। ওদের রসদ যোগাবে কে ? আমরা আরও কিছুদিন দুর্গ অবরোধ করে বসে থাকবো।

ইব্রাহিম। ভারতে সিন্ধু ছাড়া অনেক হিন্দুরাজ্য আছে। তারা যদি এদের উদ্ধারের জন্য আমাদের আক্রমণ করে ?

কাশিম। যদি আক্রমণ করে ? আমি বলছি বাইরে থেকে কেউ আমাদের আক্রমণ করবে না। হিন্দুর বিপদে যদি হিন্দুর প্রাণ কেঁদে উঠতো তাহ'লে এদের জয় করা তো দূরের

কথা, হিন্দুস্থানের মাটীও কোনদিন আমরা স্পর্শ করতে পারতাম না। যুদ্ধের কথা কাল হবে ইব্রাহিম। এখন স্ফুর্ত্তি কর, নাচ—গাও—

[নর্ত্তকীরা প্রবেশ করিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল]

নর্ত্তকীদের গীত

দুঃখ সুখের ভাবনা কিরে,
ভর পিয়ালা সরাব পিলাও।
সাগরে আজ বান ডেকেছে
ঘাটে কেন নৌকা ভিড়াও।
পায়ে মিঠে বাজছে নুপুর, ঝরছে গানে রঙ্গীন সুর,
দেউলে হ'লো দুনিয়া আজি
পিছন পানে মিছেই তাকাও।

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গের একাংশ

দূরে সামান্য কোলাহল। অরুণা একটি উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া কি যেন লক্ষ্য করিতেছিল। আহত রঞ্জন ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করিল।

রঞ্জন। অরুণা!

অরুণা। (তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল) একি তুমি! বাইরে এলে কেন?

রঞ্জন। ও কিসের কোলাহল অরুণা ?

অরুণা। (রঞ্জনকে একটা আসনের উপর বসাইয়া) ঠিক বুঝতে পারছি না—কাশিম বোধ হয় আবার দুর্গ আক্রমণ করেছে।

রঞ্জন। পিতা কোথায় ?

অরুণা। জানি না। কেন তুমি ব্যস্ত হচ্ছ ? ওদের এ আক্রমণ নূতন নয়। বারবার তারা এসেছে আর আমাদের হাতে লাঞ্ছিত হ'য়ে ফিরে গিয়েছে।

রঞ্জন। তুমি বুঝতে পারছনা অরুণা। প্রায় এক মাস ধরে দুর্গে রসদের অভাব। সৈন্যরা অনাহারে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, তাদের মনে আশা নেই—বুকে ভরসা নেই; কেমন করে তারা যুদ্ধ করবে ?

অরুণা। স্থির হও রঞ্জন—কেন তুমি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছ ?

রঞ্জন। বৃথা—বৃথা—সবই বৃথা। একবার আমাকে বাহিরে নিয়ে যেতে পার অরুণা—সৈন্যদের সামনে—যেখানে তারা যুদ্ধ করছে। আমি এমন করে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকতে পারি না ; লুকিয়ে থেকে কুকুরের মৃত্যু বরণ করে নিতে পারবো না। আমি যুদ্ধ করবো।

অরুণা। এখনও যে তুমি সুস্থ হয়ে উঠনি—কেমন করে বাইরে যাবে ? চল ঘরে চল।

রঞ্জন। বলতে পার অরুণা বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি কি ?

অরুণা। তুমি তো বিশ্বাসঘাতক নও।

রঞ্জন। তুমি জাননা—জাননা অরুণা আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি, শুধু সিন্ধুর নয়—সমস্ত ভারতের। (দূরে কোলাহল) ওই আবার।

(রঞ্জন উঠিবার চেষ্টা করিল অরুণা বাধা দিল)

অরুণা। তোমাকে এখান থেকে যেতে দেব না। কথা না শুনলে ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করে রেখে দেব।

রঞ্জন। বাইরে কি হচ্ছে না জানতে পারলে আমি যে স্থির হ'তে পারছি না।

অরুণা। কথা দাও তুমি এখান থেকে কোথাও যাবে না—আমি সংবাদ নিয়ে আসছি।

রঞ্জন। কোথাও যাব না। তুমি এখনি সংবাদ নিয়ে এস।

(অরুণার প্রস্থান)

রঞ্জন। বিশ্বাসের অপমান করিয়াছি আমি।
কেন রণে নাহি মরিলাম,
কেন পিতা বাঁচাইল মোরে!
বিবেকের কশাঘাত সহ্য নাহি হয়—
মৃত্যু শ্রেয় এ যন্ত্রনা হ'তে।

(ধীরে ধীরে শয়ন করিল, আবার বসিল)

থাকি ভাল যতক্ষণ রয়েছি জাগিয়া,
আঁখি মুদিলেই দেখি স্বপ্ন বিভীষিকা।
দেখি যেন শত শত রক্তাক্ত কবন্ধ,
শত শত অগ্নিবর্ষি ক্রুদ্ধ রক্ত আঁখি—

মহাতীব্র অভিশাপ কণ্ঠে তাহাদের।
প্রায়শ্চিত্ত সুকঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ;
কোনমতে পারি নাকি যাইতে সমরে।

(উঠিয়া দাঁড়াইল)

না অসম্ভব ;
সর্ব্ব অঙ্গে কি যন্ত্রনা
পারি না দাঁড়াতে আর ।

(ধীরে ধীরে শয়ন করিবার পর তাহার তন্দ্রা আসিল, কিছুক্ষণ পরে চীৎকার করিয়া উঠিল)

কে কে তুমি জননী ?
ভীতা ত্রস্তা রোদন বিহ্বলা
সর্ব্ব অঙ্গে ঝরিতেছে রক্ত ভাগীরথি—
আর্ত্তস্বরে ডাকিছ আমারে ?
তুমি কি গো রাজলক্ষ্মী মহা ভারতের ?
ভয় নাই—ভয় নাই মাতা
সন্তান জীবিত তব
কার সাধ্য করে অপমান—

(দ্রুত বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু যন্ত্রনায় চীৎকার করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল ।)

রঙ্গলাল। (নেপথ্যে) রঞ্জন—রঞ্জন—

রঞ্জন। (আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) পিতা - পিতা—

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গলাল। রঞ্জন—দুর্গ রক্ষা অসম্ভব।

রঞ্জন। অসম্ভব!

রঙ্গলাল। হ্যাঁ অসম্ভব। আজ আমরা নিজেদের কারাগারে নিজেরাই বন্দী। কেন তা তুমি জান? (রঞ্জন মস্তক অবনত করিল) যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে—দুঃখ সে জন্য নয়; দুঃখ এই জন্য যে এক বৃহৎ কল্পনাকে তুমি ব্যর্থ করে দিয়েছ রঞ্জন। এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল ছিল।

রঞ্জন। পিতা!

রঙ্গলাল। হ্যাঁ—মৃত্যু ভাল ছিল। ভাল ছিল আমার সেই দস্যুবৃত্তি ক্ষুদ্র যার সীমা, বৃহৎ কল্পনা নাই—মহতী সাধনা নাই, তুমি দস্যুপুত্র—আমি দস্যুপতি।

(রঞ্জন রঙ্গলালের পায়ের উপর পড়িল)

রঙ্গলাল। আমার সিন্ধুকে দেখেছি তোমারই মুখে। রণক্ষেত্রে তোমার সেই প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমি আমার কল্পনার সিন্ধুকে দেখেছি রঞ্জন। তোমার জয়গানে যখন আমার বুক ভরে উঠেছে, তখন মনে হয়েছে এ হ'লো না—এ হ'লো না—আমার রঞ্জন কি এতটুকু!

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি ও কোলাহল)

রঙ্গলাল। কোন রকমে যদি পূর্ব্ব শক্তি ফিরে পেতাম। বার্দ্ধক্য—এই বার্দ্ধক্যই জীবনের অভিশাপ। আর উপায়

নাই—চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দাও—আগুন ধরিয়ে দাও—

[দ্রুত প্রস্থান]

(অন্ধকার—চতুর্দ্দিকে ভিতরে বাহিরে কোলাহল ; সেই অন্ধকারেই আক্রমনের ভীষণতা ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—দূরে অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ জ্বলিতেছে। ভিতরে অসংখ্য রমনীর কোলাহল। অরুণা প্রাচীরের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।)

অরুণা। রঞ্জন !

রঞ্জন। অরুণা !

অরুণা। কাশিম দুর্গ অধিকার করেছে। আর কোনও উপায় নেই। অনশন ক্লিষ্ট সিন্ধুর নরনারী নিরুপায় হ'য়ে নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে ঐ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন আহুতি দিচ্ছে।

রঞ্জন। আজ আর একা নয় অরুণা, চল আজ ঐ অগ্নি-বাসরে আমাদের মিলন হোক্ !

অরুণা। রঞ্জন !

রঞ্জন। চল।

(ইব্রাহিম ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ইব্রাহিম। ঐ রাজকন্যা—ঐ রঞ্জন। যাও, শীঘ্র পশ্চাদ্ধাবন কর।

রঞ্জন। অগ্নিগর্ভে অন্বেষণ করো শত্রু !

ইব্রাহিম। যাও, শীঘ্র বন্দী কর।

অরুণা। বৃথা চেষ্টা। তুমি পারবে না—পারবে না ইব্রাহিম। সিন্ধু জয় করেছ বটে, কিন্তু আমাদের জয় করতে পারনি শয়তান। ঐ জ্বলন্ত চিতায় আরোহন করে আজ আমরা হিন্দু নারীর মর্য্যাদা—সিন্ধুর গৌরব রক্ষা করব।

[রঞ্জন ও অরুণা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল)

(কাশিমের প্রবেশ)

কাশিম। তাই কর মা, তাই কর। তোমার সাধের সিন্ধু আরবের শক্তি সংঘাতে বিধ্বস্ত, কিন্তু তার গৌরব আজ তোমরা যে মূল্যে অক্ষুণ্ণ রাখলে, তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ঐ লেলিহান অগ্নি-শিখার মতই জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতে সর্ব্ব প্রথম মুসলমান আমি তোমাদের ঐ যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করছি।

(কাশিম শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিল)